لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৪তম বর্ষ ।। ৩য় সংখ্যা

১৬ই সফর, ১৪১৩ হিঃ ।। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৯৯ বাংলা ।। ১৫ই আগষ্ট ১৯৯২ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী ৩য় সংখ্যা (৫৪তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত তফসীর সহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ
অনুবাদ : মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী ৪

অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদক : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৫

জুমু'আর খুতবা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী ৮

দেওবন্দীদের কালেমা ১৮

মানব জীবনের পরিধি
মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ১৯

এঁদের কথা স্মরণ করি
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ২১

হাদীসুল মাহ্‌দী
আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ) ২৫

প্রথম ইউরোপীয় ইসলাম প্রচারক বশীর আহমদ অর্চার্ড
জনাব এ, টি চৌধুরী ২৭

সংবাদ ৩০

সম্পাদকীয় ৩৫

কালামে ইমামুয যমান

"সুতরাং যে সময় পরম প্রজ্ঞাময় ও সর্বশক্তিমান খোদাবন্দ দেখেন যে, যমীনের ওপরে খরা প্রাধান্য লাভ করেছে আর তাঁর বাগানের চারা গাছগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে তখন সত্বর তিনি বর্ষার উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। ইহা আদি প্রাকৃতিক নিয়ম যার মধ্যে তোমরা ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না। এ চাহিদা মোতাবেক ইহা প্রয়োজনীয় ছিল যে, খোদাতা'লা এ দিনেও যেন স্বীয় বিনয়ী বান্দাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। যুগের অবস্থাকে দেখ আর তুমি ঈমানের সাথে সাক্ষ্য দাও যে, এই সময় কি সেই সময় নয়?"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম—রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০—৫১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৪তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৯২ইং : ১৫ই যহুর, ১৩৭১ হিঃ শামসী : ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ

কুরআন মজীদ

সূরা আল্‌-বাকারা—২

২৩৪। এবং মাতাগণ তাহাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরকাল স্তন্য পান করাইবে, এই বিধান তাহার জন্য যে স্তন্য দানের কাল পূর্ণ করিতে চাহে। আর যাহার সন্তান তাহার উপর ন্যায়সংগতভাবে তাহাদের খাদ্য ও তাহাদের বস্ত্রের দায়িত্বভার ন্যাস্ত। কাহারও উপর তাহার সাধ্যাতীত দায়িত্বভার ন্যাস্ত করা যায় না। কোন মাতাকে যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট (২৮৬) দেওয়া না হয়, এবং কোন পিতাকে (২৮৭) যেন তাহার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় এবং ওয়ারিশগণের (২৮৮) উপরও এইরূপই কর্তব্য। আর যদি তাহারা উভয়ে পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শ (২৮৮-ক) অনুসারে স্তন্য পান বন্ধ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের কোন পাপ হইবে হইবে না। এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদিগকে (অন্য কোন স্ত্রীলোক দ্বারা) স্তন্য পান করাইতে চাহ, তাহা হইলেও তোমাদের কোন পাপ হইবে না, যদি তোমরা ন্যায়সংগতভাবে তোমাদের ধার্যকৃত পারিশ্রমিক দিয়া দাও। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং জানিয়া রাখ যে, তোমরা যাহা কিছু করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ সম্যক দ্রষ্টা।

২৮৬। 'লা তুযাররা কথাটি কর্তৃবাচক ও কর্মবাচক, এই হিসাবে অর্থ হইতে পারে (১) সন্তানের মা সন্তানের কারণে সন্তানের পিতাকে কষ্ট দিবে না। (২) সন্তানের মাকেও সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া যাইবে না। এখানে এই উভয় অর্থই প্রযোজ্য।

২৮৭। মাওলুদুন্‌লাহু (যে পুরুষ সন্তানের অধিকারী) কথাটি পিতা অর্থেই বলা হইয়াছে।

(টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৩৫। আর তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা মৃত্যু বরণ করে এবং তাহারা স্ত্রীগণকে ছাড়িয়া যায়, তাহারা যেন নিজেদের বিষয়ে চার মাস দশ দিন প্রতীক্ষা করে। অতঃপর, যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দতকাল (২৮৯) পূর্ণ করে; তখন তাহারা ন্যায়সংগতভাবে নিজেদের (২৯০) জন্য যাহা কিছু করিবে উহার জন্য তাহাদের কোন পাপ হইবে না। আর তোমরা যাহা কিছু কর আল্লাহ্ সেই সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

২৩৬। এবং তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীলোকদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত দাও, অথবা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ। আল্লাহ্ জানেন যে, তোমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে স্মরণ করিবে। কিন্তু তাহাদের সহিত তোমরা গোপনে (২৯১) কোন চুক্তি করিও না, ইহা ছাড়া যে, তোমরা কেবল কোন ন্যায়সঙ্গত কথা বল। আর যে পর্যন্ত না ইদ্দতকাল উহার পূর্ণতায় পৌঁছে, তোমরা বিবাহ বন্ধনের পাকা সংকল্প করিও না। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে যাহা কিছু আছে তাহা জানেন, অতএব, তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে সতর্ক হও। আর জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল পরম সহিষ্ণু।

সরাসরি 'পিতা' না বলিয়া কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে, পিতাই সন্তানের ভারপ্রাপ্ত মালিক এবং স্বাভাবিকভাবেই সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহনকারী ব্যক্তি।

২৮৮। যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি লাভ করে, সেই মৃত ব্যক্তির সন্তানাদির লালন-পালনের দায়িত্বও সেই ব্যক্তির উপরেই বর্তায়।

২৮৮-ক। ঊর্ধ্বপক্ষে সন্তানকে দুই বৎসর পর্যন্ত স্তন্যপান করানো যাইতে পারে। তবে পিতা ও মাতা যদি একযোগে সম্মত হন যে, তাহারা দুই বৎসরের পূর্বেই সন্তানের স্তন্য ছাড়াইয়া দিবেন, তাহারা তাহা করিতে পারেন, ইহাতে কোনও বাঁধা নাই। তবে, আয়াতটির মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, মায়ের সম্মতি ছাড়া সন্তানকে দুই বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে স্তন্য পানে বিরত করা যাইবে না।

২৮৯। 'ইদ্দৎ' বা অপেক্ষার নির্ধারিত সময়, বিধবাদের ক্ষেত্রে চারিমাস দশ দিন। এই সময়ের পরিমাপ, পর পর চারটি ঋতুস্রাব ও সংশ্লিষ্ট চারটি প্রতিশ্রুতির সম্মিলিত সময়, সমান। স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার মনের ও আবেগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়া, ইসলাম 'ইদ্দৎ'কে দীর্ঘতর করিয়াছে। বিবাহের বন্ধনের প্রতি ইসলামের সম্মানবোধ ও পবিত্রতার অনুভূতি কতটুকু, তাহাও ইদ্দৎ পালন হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

২৯০। তাহারা নিজেদের সম্পর্কে ন্যায়সংগতভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে কথাটির দ্বারা তাহাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিবার অধিকার, বিশেষ করিয়া নিজেদের ব্যাপারে

(টিকা অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

২৩৭। আর তোমাদের কোন পাপ হইবে না যদি তোমরা স্ত্রীদিগকে ঐ সময়ও তালাক দাও যখন তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ কর নাই, অথবা তাহাদের জন্য দেন-মহর ধার্য কর নাই। কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে উপহার স্বরূপ কিছু দিও (২৯২); বিত্তবানের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী এবং বিত্তহীনের উপর তাহার ক্ষমতানুযায়ী ন্যায়সংগতভাবে উপকার করা বিধেয়। ইহা সৎকর্মশীলগণের কর্তব্য।

সেই অধিকার প্রয়োগ করিবার ক্ষমতাকে নির্দেশ করিতেছে। কুরআনে অন্যত্র বলা হইয়াছে —এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর (২৪:৩৩)।

২৯১। অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট পরিমাণ সময়ের মধ্যে কোনও বিধবার কাছে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করা নিষেধ। তবে কোনও ব্যক্তি সরাসরি প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া, নিজের ইচ্ছার কথা পরোক্ষ ইংগিতে প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কোন খোলাখুলিভাবে প্রস্তাব করা বা গোপনে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানোর মত গর্হিত কাজ করিবে না। বিধবাকে নিষেধ করা হইয়াছে যে, ঐ ৪ মাস ১০ দিনের 'ইদ্দৎ' কালে এইরূপ কোন প্রস্তাবে সে যেন সম্মতি প্রদান না করে। তাহার সদ্যমৃত স্বামীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর জন্য এবং তাহার গর্ভে মৃত স্বামীর কোনও সন্তান আছে কিনা তাহা স্পষ্টভাবে জানার জন্য 'ইদ্দৎ' পালন একান্ত প্রয়োজন। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের বিবাহ নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়।

২৯২। ইহা একটি বিরল ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। তবে সময় সময় এরূপও ঘটে যে, উভয় পক্ষ হইতেই বিবাহের কথাবার্তা পাকাপাকি হইয়া যায়, এমন কি দিন তারিখ ধার্য হইয়া যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যে, ঐ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইতে পারে না, অথবা তাহা অবাঞ্ছনীয় প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপ বিরল ঘটনার ক্ষেত্রে কি করা উচিত, তাহাই এই আয়াত ও পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে।

(৪র্থ পাতার পর)

পরকালের চিন্তা প্রতিটি মুমেনের সামনে থাকে। এবং সেই জন্যেই মুমেন তার প্রতিটি কর্মকে খোদার সন্তুষ্টির জন্যে করে থাকে। পরকালের কল্যাণ লাভের জন্য নেক আমল অত্যাবশ্যকীয়। এই জগতে মানুষ মনে করে যে, ইবাদত করলেই খোদাতা'লা সন্তুষ্ট হবেন। আসলে তা নয়। বরং ইবাদতের কবুলিয়ত নির্ভর করে নেক আমলের উপর।

আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদের তাই সম্বোধন করে বলেছেন, পরকালের প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আল্লাহ্‌র রসূল বলেন, বুদ্ধিমান সে, যে সর্বদা আত্মা সম্বন্ধে সচেতন থাকে। আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদের সবাইকে নেক আমল করার তৌফীক দান করুন।

হাদিস শরীফ

নেক আমল (পুণ্য কর্ম)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

يايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ج واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ۔ (الحشر ايت ۱۹)

অর্থাৎ : হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ। তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া (খোদা-ভীতি) অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, আগামী কালের জন্য সে অগ্রে কি (আমল) প্রেরণ করিয়াছে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তোমরা যে কর্মই কর উহা সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ বিশেষ খবর রাখেন (আল হাশর—১৯)

হাদীস ঃ

الكيس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت- والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله الاماني (ترمذى)

অর্থাৎ বুদ্ধিমান সে, যে নিজ আত্মার পর্যবেক্ষণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য পুণ্য কর্ম করে। আর অসহায় সে, যে নিজ আত্মার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয় এবং খোদার তরফ হতেও ইচ্ছা পূরণের জন্য আকাঙ্খিত। (তিরমিযী)

ব্যাখ্যা :

মানুষটি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তার স্রষ্টাকে চেনা। খোদাকে চিনতে হলে, তাকে পেতে হলে তাঁরই বর্ণিত পথে চলতে হবে। সেই পথ চলতে হলে পুণ্যের আলোর প্রয়োজন যা মানব হৃদয়কে আলোকিত করে তার স্রষ্টার সাথে সংযোগ ঘটায়। আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করতে হলে শুধু নামায ও রোযাই যথেষ্ট নয় বরং নেক আমলের প্রয়োজন। নেক আমলই মানবের ইবাদতকে উৎকর্ষতা দান করে। ঈমান ও আমল পানি স্বরূপ। যেভাবে পানি না পেলে যমীন কোন ধরণের ফসল দিতে অক্ষম অনুরূপভাবে নেক আমল ব্যতিরেকে ঈমান ও ফসল দিতে অক্ষম।

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

ইহা সম্পূর্ণরূপে সত্য যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজনগণের অধিকাংশ দোয়া মঞ্জুর করা হয়; বরং দোয়ার কবুলিয়তই তাঁহাদের বড় মোজেযা। যখন কোন বিপদের সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে গভীর ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয় আর এই গভীর ব্যাকুলতার অবস্থায় তাঁহারা স্বীয় খোদার দিকে মনোনিবেশ করেন তখন খোদা তাঁহাদের কথা শুনেন। ঐ সময় তাঁহাদের হাত যেন খোদার হাত হইয়া যায়। খোদা একটি গুপ্ত ধন ভাণ্ডারের ন্যায়। পূর্ণ অনুগ্রহভাজনদের মাধ্যমে তিনি স্বীয় চেহারা দেখাইয়া থাকেন। খোদার নিদর্শন তখনই প্রকাশিত হয় যখন তাঁহার অনুগ্রহভাজনকে নির্যাতন করা হয়। যখন তাঁহাকে সীমাতিরিক্ত দুঃখ দেওয়া হয় তখন মনে করিবে যে, খোদার নিদর্শন সন্নিকটে বরং দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। কেননা তাঁহারা ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, যাঁহারা মনে প্রাণে খোদার হইয়া যান। খোদা তাঁহাদিগকে এতখানি ভালবাসেন যতখানি কেহ নিজের প্রিয় পুত্রকেও ভালবাসে না। তিনি তাঁহাদের জন্য আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন এবং স্বীয় শক্তি এইভাবে প্রদর্শন করেন যেমন ঘুমন্ত ব্যাঘ্র জাগিয়া উঠে। খোদা গুপ্ত। এই সকল লোকই তাঁহাকে প্রকাশ করেন। তিনি সহস্র সহস্র পর্দার অন্তরালে আছেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই তাঁহার চেহারা দেখাইয়া থাকেন।

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদার অনুগ্রহভাজনদের সকল দোয়াই মঞ্জুর করা হয়—এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। বরং সত্য কথা এই যে, অনুগ্রহভাজনদের সহিত খোদাতা'লার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো তিনি তাঁহাদের দোয়া মঞ্জুর করেন এবং কখনো কখনো তিনি স্বীয় ইচ্ছা তাঁহাদের দ্বারা মানাইয়া নিতে চাহেন, যেমন তোমরা দেখিতে পাও যে, বন্ধুত্বে এইরূপই হইয়া থাকে। কোন কোন সময় এক বন্ধু তাহার বন্ধুর কথা মানিয়া নেয় এবং তাহার মর্জি মোতাবেক কাজ করে। অতঃপর এইরূপ সময়ও আসে যখন নিজের কথা তাহাকে দিয়া মানাইয়া নিতে চাহে। ইহার প্রতিই আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন শরীফে ইঙ্গিত করিতেছেন, যেমন তিনি কুরআন শরীফের এক জায়গায় মোমেনদিগকে দোয়ার কবুলিয়তের অঙ্গীকার করেন এবং বলেন, ادعونى استجب لكم (সুরা আল

মোমেন : ৬১)। অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব। অন্য জায়গায় স্বীয় নাযেলকৃত অমোঘ ও অটল বিধান ('কাযা' ও 'কদর') এর উপর সন্মত ও সন্তুষ্ট থাকার জন্য শিক্ষা দিতেছেন যেমন তিনি বলেন,

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال و الانفس والثمرات وبشر الصبرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون -

(অর্থ :—এবং অবশ্যই আমরা তোমাদিগকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, প্রাণসমূহ এবং ফল ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করিব এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও। যাহারা তাহাদের উপর বিপদ আসিলে বলে, 'নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই, এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী—অনুবাদক)।

আমি আবারও লেখা সমীচীন মনে করি যে, এই পুস্তকে বর্ণিত তৃতীয় পর্যায়ের কামেল ঈমানদার ও কামেল খোদা প্রেমিক ব্যক্তিগণ সম্পর্কে যাহা কিছু বলা করা হইয়াছে ইহাদের অধিকাংশ বিষয়ে অন্যান্য লোকেরাও শরীক হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য লোকেরাও স্বপ্ন দেখে এবং তাহারাও কাশ্‌ফ ও ইলহাম লাভ করে। ইহাতে কোন নির্বোধ যেন মনে না করে যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

যদিও বার বার আমি এই কুধারণার জবাব দিয়াছি তথাপি আমি আবার বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌র অনুগৃহীত ও অননুগৃহীত বান্দাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার কিছুটা এই পুস্তকেও লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐশী নিদর্শনের প্রেক্ষাপটে উভয়ের মধ্যে একটি আযীমুশ্বান পার্থক্য রহিয়াছে। খোদার অনুগৃহীত বান্দাগণকে তাঁহার জ্যোতিতে নিমজ্জিত করা হয় এবং খোদা প্রেমের আগুনে তাহাদের সকল প্রবৃত্তিকে পোড়াইয়া দেওয়া হয়। গুরুত্বের দিক হইতেই হউক, বা বৈশিষ্ট্যের দিক হইতেই হউক তাঁহারা নিজেদের প্রত্যেকটি মর্যাদার ক্ষেত্রে অন্যদের উপর জয়যুক্ত হন। অসাধারণভাবে খোদার সমর্থন ও সাহায্যের নিদর্শন এত বিপুল আকারে তাঁহাদের জন্য প্রকাশিত হয় যে, পৃথিবীতে ইহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করার শক্তি কাহারো নাই। কেননা আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, খোদা গুপ্ত। তাঁহার চেহারা প্রদর্শনের জন্য এই সকল ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিকাশস্থল হইয়া থাকেন। গুপ্ত খোদাকে তাঁহারা জগদ্বাসীকে দেখাইয়া থাকেন এবং খোদা তাঁহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন।

আমি বর্ণনা করিয়াছি যে, ঐশী নিদর্শনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ তিন প্রকারের হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ ঐ সকল ব্যক্তি, যাহাদের কোন গুণ নাই এবং খোদাতা'লার সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। কেবল মাত্র মস্তিষ্কের বিশেষ গঠনের দরুন তাহারা কোন কোন সত্য-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট সত্য কাশ্‌ফ হইয়া থাকে। ইহাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও ভালবাসার চিহ্ন প্রকাশ পায় না এবং ইহাতে তাহাদের নিজেদেরও

কোন লাভ হয় না। হাজার হাজার দুষ্ট ও মন্দ স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি এবং পুঁতিগন্ধময় ফাসেক ও মিথ্যাবাদী স্বপ্ন ও কাশ্‌ফ লাভ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, তাহাদের চাল চলন প্রশংসার যোগ্য হয় না। কমপক্ষে বলা যায় তাহাদের ঈমানের অবস্থা এতই দুর্বল হইয়া থাকে যে, তাহারা একটি সত্য সাক্ষ্যও দিতে পারে না। তাহারা জগতকে যতখানি ভয় করে ততখানি ভয় খোদাকে করে না। তাহারা দুষ্ট লোকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে না। তাহারা এইরূপ কোন সত্য সাক্ষ্য দিতে পারে না, যাহাতে বড় লোকের অসন্তুষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ধর্মীয় বিষয়ে তাহাদের মধ্যে চরম আলস্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা জাগতিক চিন্তা-ভাবনায় ডুবিয়া থাকে। তাহারা জ্ঞাতসারে মিথ্যাকে সমর্থন করে ও সত্যকে পরিত্যাগ করে। তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আত্মসাৎ এর স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোকের মধ্যে এই স্বভাবও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা জঘন্য ও গর্হিত কার্য হইতে বিরত হয় না এবং ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য সব ধরণের অবৈধ কাজ করিয়া থাকে। কোন কোন লোকের নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া থাকে। তাহারা বিশৃংখলা, কার্পণ্য অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রতীক হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে সব ধরণের লজ্জাকর দুষ্টামি দেখিতে পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপও আছে যাহারা সর্বদা মন্দ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে এবং ঐগুলি সত্যে পরিণত হয়। তাহাদের মস্তিষ্কের গঠন যেন কেবলমাত্র মন্দ ও নোংরা স্বপ্ন দেখার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহারা না নিজেদের জন্য কোন উত্তম স্বপ্ন দেখিতে পারে, যদ্বারা তাহাদের জগৎ সুন্দর হয় এবং তাহাদের আশা পূর্ণ হয়, আর না তাহারা অন্যদের জন্য কোন সুসংবাদপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। এই সকল লোকের স্বপ্নের অবস্থা তিন ধরণের মধ্যে ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, যখন এক ব্যক্তি দূর হইতে কেবল মাত্র আগুনের ধোঁয়া দেখে কিন্তু না আগুনের আলো দেখে আর না আগুনের উত্তাপ অনুভব করে। কেননা এই সকল লোক খোদার সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক হীন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহাদের ভাগ্যে কেবল ধোঁয়া আছে, যদ্বারা কোন আলো লাভ করা যায় না।

অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন-দর্শক বা ইলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ঐ সকল লোক, যাহারা খোদাতা'লার সহিত কিছু সম্পর্ক রাখেন; কিন্তু ঐ সম্পর্ক পরিপূর্ণ নহে। এই সকল লোকের স্বপ্নে বা ইলহামের অবস্থা ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত যুক্ত, যখন এক ব্যক্তি অন্ধকার ও প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে দূর হইতে আগুনের আলো দেখে। এই দেখার দরুন তাহারা এতখানি উপকার তো লাভ করে যে, তাহারা এইরূপ রাস্তায় চলা হইতে বিরত হয় যেখানে গর্ত আছে, কাঁটা আছে, পাথর আছে, সর্প আছে ও হিংস্র প্রাণী আছে। কিন্তু এই ধরণের আলো তাহাদিগকে শীত ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব যদি তাহারা আগুনের গরম এলাকা পর্যন্ত পৌঁছিতে না পারে তবে তাহারা ঐভাবেই ধ্বংস হইয়া যায়।

অতঃপর তৃতীয় শ্রেণীর ইলহাম প্রাপ্ত ও স্বপ্নদর্শক ঐ সকল লোক, যাঁহাদের স্বপ্ন ও ইলহামের অবস্থা ঐ বস্তুগত দৃশ্যের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত. যখন এক ব্যক্তি অন্ধকার ও প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে না কেবলমাত্র আগুনের পরিপূর্ণ আলোই পাইয়া থাকে এবং ঐ আলোতে পথ চলে বরং উহার গরম এলাকায় প্রবেশ করিয়া শীতের অনিষ্ট হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করে। তাঁহারা এই স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যান, যাহা প্রবৃত্তিগত কামনা বাসনার পরিচ্ছদকে খোদা প্রেমের আগুনে পোড়াইয়া দেয় এবং তাঁহারা খোদার জন্য বিষাদময় জীবন গ্রহণ করিয়া নেন। তাঁহারা সম্মুখে মৃত্যু দেখেন এবং দৌড়াইয়া ঐ মৃত্যুকে নিজেদের প্রবৃত্তির দুশমন হইয়া এবং ইহার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া ঈমানের এইরূপ শক্তি দেখান যে, ফেরেশ্‌তারাও তাঁহাদের এই ঈমান দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে পতিত হইয়া যায়। তাঁহারা আধ্যাত্মিক পাহলোয়ান হইয়া থাকেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট শয়তানের সকল আক্রমণ তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। তাঁহারা অকৃত্রিমরূপে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী পুরুষ হইয়া থাকেন। পৃথিবীর মোহনীয় দৃশ্য তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। সন্তান-সন্ততির ভালবাসা এবং স্ত্রীর সম্পর্ক তাঁহাদিগকে প্রকৃত প্রেমিকের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। সারকথা এই যে, কোন বিষাদ তাঁহাদিগকে ভীত করিতে পারে না। কোন ইন্দ্রিয়শক্তি তাঁহাদিগকে খোদার নৈকট্য লাভে বাধা দিতে পারে না। কোন সম্পর্কই খোদার সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে না।

এই তিনটি হইল আধ্যাত্মিক স্তরের অবস্থা। ইহাদের মধ্যে প্রথম অবস্থা 'এলমুল একীন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থাকে 'আইনুল একীন' (চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস) নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় মোবারক ও কামেল অবস্থাকে 'হক্কুল একীন' (নিশ্চিত বিশ্বাস) বলা হইয়া থাকে। 'হক্কুল একীন' পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত মানুষের তত্বজ্ঞান পরিপূর্ণ হইতে পারে না এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হইতেও পবিত্র হইতে পারে না। কেননা 'হক্কুল একীন' এর অবস্থা কেবল দেখার উপর নির্ভরশীল নহে; বরং ইহা বাস্তব অবস্থারূপে মানুষের হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া যায় এবং মানুষ খোদা-প্রেমের প্রজ্জলিত আগুনে পতিত হইয়া নিজের প্রবৃত্তির সত্বাকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করিয়া দেয়। এই স্তরে পৌঁছার পর মানুষের তত্বজ্ঞান বাক্যালাপ হইতে বাস্তব ঘটনায় রূপান্তরিত হয় এবং পার্থিব জীবন সম্পূর্ণরূপে পুরিয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। এইরূপ মানুষ যখন খোদাতা'লার ক্রোড়ে বসিয়া পড়েন, একটি লৌহ খণ্ড যেভাবে আগুনে পুড়িয়া সম্পূর্ণরূপে আগুনের রঙ ধারণ করে এবং উহা হইতে আগুনের ধর্ম প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, তদ্রূপই এই পর্যায়ের মানুষ আল্লাহ্‌র গুণের প্রতিচ্ছায়ারূপে গুণান্বিত হইয়া যান। তাঁহারা স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এতখানি আত্ম বিলীন হইয়া যান যে তাঁহারা খোদার মধ্যে থাকিয়া কথা বলেন, খোদার মধ্যে থাকিয়া দেখেন, খোদার মধ্যে থাকিয়া শুনেন এবং খোদার মধ্যে থাকিয়া চলেন। তাঁহাদের পরিধানের মধ্যে যেন খোদাই থাকেন। মানুষ তাঁহাদের ঐশী জ্যোতিবিকাশের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে। যেহেতু এই বিষয়টি জটিল ও সাধারণের নিকট বোধগম্য নহে, সেহেতু আমি ইহা এইখানেই পরিত্যাগ করিতেছি। (ক্রমশঃ)

(হাকিকাতুল ওহী পুস্তকের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

জুমুআর খুতবা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৮শে জুন '৯১ইং ডেট্রয়েট (আমেরিকা, ইষ্টার্ণ মিশিনগান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত]

মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরুব্বী

(গত বছরের ২১শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

কুরআন করীমে মুমেনদের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধীয় একটি দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। (প্রথমে) আনসারদের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে যে তারা কতো ভাল লোক ছিলেন, কিরূপে তাঁরা নিজেদের গৃহের দ্বার মুহাজেরদের জন্যে খুলে দিয়েছিলেন। এরপর মুমেনদের একটি দোয়া এই শিখানো হয়েছে যে :—

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان -

অর্থাৎ ঐ সকল লোক যারা আনসার ও মুহাজেরদের পরে আসেন তারা তাদের (আনসার ও মুহাজিরদের) 'যিক্‌রে খায়ের' দ্বারা অভিভূত হয়ে এই দোয়া করতেন যে : "রাব্বানাগ্‌ফির লানা ওয়া লে-ইখ্‌ওয়ানেনা —হে আমাদের প্রভু ! আমাদের-কেও ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ঐ সকল ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দাও, "আল্লাযীনা সাবাকূনা বিলঈমান"—যারা ঈমানের ক্ষেত্রে (বা দিক দিয়ে) অগ্রবর্তী। ওয়ালা তাজয়াল ফি কুলূবেনা গিল্লাল্লিল্লাযীনা আমানু "—এবং আমাদের অন্তরে কোন মুমেনের প্রতি বক্রতা ও ঘৃণার সৃষ্টি হতে দিও না। "রাব্বানা ইন্নাকা রউফুর রহীম"—হে আমাদের প্রভু। তুমি তো অতি স্নেহশীল এবং অত্যন্ত দয়া প্রদর্শনকারী। এই দোয়ার পটভূমি হলো এই যে, আনসার ও মুহাজেরীন যারা খোদাতালার দৃষ্টিতে অনেক বড় বড় মর্তবা পেয়ে গেছেন তাদের যুগের শেষ ভাগে তারা এমন কিছু মতানৈক্যে জড়িয়ে পড়েন, যার ফল-শ্রুতিতে ঐতিহাসিকদের পক্ষে কে কি ভুল করেছিল এবং কে কতখানি ন্যায্য (পথে) ছিলেন তা বুঝে উঠা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অযথা তর্কে লিপ্ত হয়ে মুসলমানরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক : যারা শিয়া বলে অভিহিত, আর দ্বিতীয়, আহ্‌লে সুন্নত এবং চৌদ্দশ' বছর গত হয়ে যাচ্ছে আজও এরা এই সব বিতর্ক থেকে নিবৃত্ত হচ্ছেন না যে কে কার চেয়ে ভাল ছিল, কে কি পাপ করেছিল বা কার কি অসতর্কতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল। আমাকে একদা এক শিয়া ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছিলেন যে, বলুন দেখি, হযরত আলী (রাঃ) সঠিক ছিলেন, না হযরত আয়েশা (রাঃ) ? আমি বললাম, যিনি জানাবেন তিনি তো তাঁর খোদার দরবারে হাজির হয়ে গেছেন, আমি কে যে জানাব এবং আপনিই

বা জিজ্ঞাসাকারী কে? যে খোদা ফয়সালা দান করবেন তাঁর দরবারে খোদার এই নেক বান্দাগণ হাজির হয়ে গেছেন। নিজেদের সব কিছুই তাঁর সম্মুখে পেশ করে বসেছেন। কাজেই এই সব অর্থহীন বিতর্কে লিপ্ত হবেন না।

এ আয়াতে করীম সম্বন্ধে বর্ণিত হয় যে, একবার হযরত বাকের (রহঃ), যিনি একজন অতি বুযুর্গ শিয়া ইমাম ছিলেন ও প্রাথমিক ইমামদের অন্যতম ছিলেন তাঁর সামনে জনৈক শিয়া আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের কোন কোন খলীফা ও সাহাবাকে গালমন্দ দিল। গায়রাতের (আত্মাভিমানের) সাথে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং অত্যন্ত প্রতাপের সাথে জলদগম্ভীর স্বরে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন: "ওয়াল্লাযীনা জাউ মিম্ বা'দেহিম ইয়াকুলুনা রাব্বানাগফিরলানা ওয়া লে-ইখ্ওয়ানিনাল্ লাযীনা সাবাকূনা বিল্ঈমানে"—অর্থাৎ ঐ সব লোক যারা এই বুযুর্গদের পরবর্তীতে আসবে তারা তো কেবল এই নিবেদন জানায় যে, হে খোদা! আমাদেরকেও ক্ষমা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর। যদি বা তাদের দ্বারা কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তবে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, আর আমরা তো পাপী-তাপী বান্দাই বটে, আমাদেরকেও ক্ষমা করো। এঁরা হলেন সেই সকল ভাই, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী এবং তাঁরা প্রথমে ঈমান আনার ফলেই আমরা এই কল্যাণ লাভ করেছি। সেজন্যে আমাদের মানায় না তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা (কটাক্ষ) উচ্চারণ করি এ ছাড়া যে, তোমার কাছে তাঁদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থী হই।" "ওলা তাজ্য়াল ফি কুলুবেনা গিল্লাল্ লিল্লাযীনা আ'মানু"—এবং আমাদের হৃদয়কে এরূপ করে দাও যেন সেগুলোতে কোন ঈমান আনয়নকারীর জন্যে কোনও প্রকারের কোন বক্রতা না থাকে, কোন বেহুদা ধ্যান-ধারণার উদ্ভব না হয়। "রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর্ রাহীম"—হে খোদা! তুমি তো অত্যন্ত দয়াবান। আমাদেরকেও দয়ালু করে দাও; তুমি তো বারবার দয়া প্রদর্শনকারী, আমাদেরকে বারবার দয়া প্রদর্শনকারীতে পরিণত করো।

অতএব, মুসলমান সমাজের জন্যে এ দোয়াটি অত্যন্ত একটি মূল্যবান দোয়া। এরূপ জামা'তসমূহ যেখানে কোন কোন সময় মতানৈক্য ও বেষারেষি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সে জামা'তগুলো বিভেদ ও অনৈক্যের শিকার হয়ে পড়ে বিশেষভাবে তাদের জন্যে এ দোয়াটি খুবই গুরুত্ব বহন করে। আর শিয়া ও সুন্নীদের সাথে ধর্মালাপ কালেও এ দোয়াটি আপনাদের দৃষ্টি গোচরে থাকা উচিত। এ পন্থাটিই সর্বোত্তম পন্থা। এতে রয়েছে বিনয় ও নম্রতা এবং ব্যাপারগুলোকে সর্বোত্তম ফয়সালাদাতা খোদার উপর সোপর্দ করে দেয়া হয়। এ দোয়াটি রয়েছে সূরা হাশরের ১১ আয়াতে।

একটি দোয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এবং ঐ সকল লোকের দোয়া, যাঁরা সাথে ছিলেন এবং তাঁর আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত হতেন। কুরআন করীম বলে, তাঁরা মুশরেক (অংশীবাদী) ছিলেন না এবং প্রত্যেক প্রকারের শির্কের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন এবং ঐকান্তিকরূপে আল্লাহ্র জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা খোদার সমীপে

নিবেদন করে থাকতেন: রাব্বানা আলায়কা তাওয়াক্কাল্‌না ওয়া ইলায়কা আনাব্‌না ওয়া ইলায়কাল মাসীর।"—হে খোদা! আমরা সম্পূর্ণভাবে তোমাতেই নির্ভর করি এবং তোমার দিকে ঝুঁকি "ওয়া ইলায়কাল মাসীর"—এবং তোমারই দিকে প্রতি রাস্তা বয়ে যায়। তোমার অভিমুখে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। "ইলায়কাল মাসীর"—অতি সুন্দর এক বর্ণনা, যার অর্থ এই যে, অন্য কোন দিকে যেতে পারি না, যাওয়া যায় না, শেষমেশ সেখানেই পৌঁছাতে হবে। যেমন কথিত হয়—All roads lead to Rome এটা তো কল্পনাপ্রসূত একটি প্রবাদ বাক্য। সব রাস্তা রোমের দিকে যায় এমনটি কোথায়? কিন্তু বাস্তব ঘটনা এই যে, খোদাতা'লার দিকে সকল সড়ক যায়, মুমিনেরও এবং কাফিরেরও। পরিশেষে তাঁরই পানে ফিরে যেতে হবে। আলায়কা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলায়কা আনাব্‌না ওয়া ইলায়কাল মাসীর।"—এই দোয়াটির মধ্যে খুবই গভীর এক পয়গাম (বাণী) রয়েছে তা হলো এই যে, খোদার দিকে তো তোমাদের যে কোন অবস্থা হোক না কেন অবশ্যই ফিরে যেতে হবে যদিও কাফির হও অথবা মুমিন হও, নেক হও কি বদ হও। আখেরে সেখানে যাওয়া ছাড়া উপায়ন্তর নেই। কিন্তু যারা নিজ থেকে, স্বপ্রণোদিত হয়ে চলমান হয়, তারাই গৃহীত হয়, তারাই তাঁকে লাভ করে। অতএব হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর একনিষ্ঠ অনুবর্তীদের দোয়া ছিল এই যে, হে খোদা! তোমার উপরে রয়েছে আমাদের নির্ভরতা এবং তোমারই দিকে চলে আসছি। আমরা জানি যে, পরিশেষে তোমারই দিকে যেতে হবে। কাজেই যারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে খোদাভিমুখে সফরাবলম্বন করে, আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে তাঁর পথসমূহে চলার তওফীক দান করেন এবং শক্তি যোগান যাতে তারা পরিণামে তাঁকে পেয়ে যায়। তারপরেই রয়েছে এই দোয়া: —রাব্বানা লা তাজ্‌আলনা ফিৎনাতাল্‌ লিল্লাযীনা কাফারু ওয়াগ্‌ফিরলানা রাব্বানা ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম'। —হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ঐ সকল লোকদের জন্যে ফিৎনা (পরীক্ষা) স্বরূপ হতে দিও না যারা অস্বীকার করে বসেছে। "ফিৎনা" বলতে দু'টি বিষয়কে বুঝায়। একটি হলো আমরা যেন কারও (হেদায়াতের পথে) হোঁচটের কারণ না হই। আমরা ঈমান এনেছি। আমরা তোমার উপর নির্ভরশীল। আমরা তোমার দিকে ধাবিত। কিন্তু পথে যেন আমাদের এরূপ পদস্খলন না হয়, যা দেখে অন্যেরও হোঁচটের কারণ হয় এবং আমাদের কারণে পরীক্ষায় পড়ে সে সত্যের পথ হারিয়ে ফেলে।

ইহা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া। প্রত্যেক মানুষের উচিত এমন ধারায় নিজের কর্মসমূহের তদারকীও করা এবং দোয়াও করা যাতে করে অপর কেউ পদস্খলনের শিকার না হয়। হযরত ঈসা (আঃ) একবার উক্ত বিষয়টি এইরূপে বর্ণনা করেন যে, যে ব্যক্তি কারও জন্যে হোঁচটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তার মা যদি তাকে জন্ম না দিত তবেই উত্তম ছিল।

কেননা সে ব্যক্তিও (আল্লাহ্ কর্তৃক) ধরা পড়বে। কাজেই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার কাছে সর্বদা সাহায্য চাইতে থাকা উচিত।

আমেরিকার এই সফর কালে বহুবারই আমার নিকট কোন কোন বন্ধু উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তান থেকে আগতরা এরূপ করেন, আর সেরূপ করেন এবং আমাদের জন্যে তাঁরা হোঁচটের কারণ হয়ে দাঁড়ান। তাদেরকে আমি ইহা বুঝাই যে ইসলাম ধর্ম কোন একটি দেশের ইসলাম নয়। ইসলাম ধর্ম তো সমগ্র দেশেরই ইসলাম (ধর্ম)। আপনারা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে এজন্যে গ্রহণ করেন নি যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। আপনারা তো তাঁকে এ জন্য গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর সম্পর্ক ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে। এরূপ এক রসূলের সাথে সম্পর্ক ছিল, যাঁর সম্বন্ধে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে যে "লা শার্‌কিয়াতিওঁ ওয়ালা গার্‌বিয়াহু—তিনি এরূপ এক নূর (বা আলো), যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়, বরং উভয়ের মাঝে সমাধিকার স্বরূপ। আবার বলেছে, তিনি "রাহমাতুল্লীল আ'লামীন"—তিনি সকল জাহানের জন্য কৃপাস্বরূপ। সুতরাং আমি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টিত থাকি যে, হযরত মির্যা সাহেব তো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে পাওয়ার দাবীদার। তারপর আবার এই সকল ভৌগলিক ভেদাভেদ কিরূপ বিষয়? তারপর এটাই বা কিরূপ ধারণা যে অমুক ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হওয়া উচিত ছিল? কেনই বা কারো আমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া উচিত? (কেননা) সেই ব্যক্তি উত্তম যে কিনা খোদার নিকট উত্তম। "ইন্না আক্‌রামাকুম ইন্দাল্লাহে আত্‌কাকুম।" বর্ণ ও বংশের ভেদাভেদ চিরতরে মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমাদের মধ্যে সে-ই সম্মানিত, যে কিনা খোদার কাছে সম্মানিত। সুতরাং আমি তাদেরকে এটাই বলে আসছি যে, আপনারা ঐ লোকদের উপর দয়া করুন যারা পাকিস্তান থেকে এসেছে, আর আপনারা মনে করুন যে, তারা আহমদীয়াতের দূত হয়ে এসেছে কিন্তু তারা আহমদীয়াতের পরিবর্তে অন্য কোন কোন পাপের দূতও বনে যায়। আপনারা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের দূত হয়ে তাদেরকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হউন, ইহার পরিবর্তে যে, আপনারা নিজেরা তাদের কারণে পদস্খলিত হন। বস্তুতঃ যারা হোঁচট খায় এবং পদস্খলিত হয়, তাদের সে ওজর গ্রাহ্য করা হবে না। কুরআন করীম সে কথাটি বিশেষভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন কতিপয় লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তখন তারা এই ওজর পেশ করবে যে, "হে খোদা! বড় লোকেরা আমাদেরকে গোমরাহ্ করেছিল। তাদের কারণে আমরা পদস্খলিত হয়েছি।" তাদের জবাবে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন, তোমাদের উভয়ের জন্যে জাহান্নাম। হোঁচটের যারা কারণ ঘটিয়েছে তাদের জন্যেও এবং

তাদের জন্যেও যারা কোন কোন লোকের খারাপ নমুনা বা দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নিজেরা গোমরাহীর উপকরণ যুগিয়েছে।

অতএব, কুরআন করীমের শিক্ষা হলো দু ধারী এবং পরিপূর্ণ এবং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ইহা বর্ণনা করা সত্ত্বেও আমি ঐ সকল আহমদীদের দায়িত্বকে কিছুতেই কম বলে মনে করি না, যারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাকিস্তান অথবা হিন্দুস্তানে তরবীয়ত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা সাহাবাদের সন্তান। তাদের মধ্যে এমনও আছেন যারা সাহাবাদেরকে দেখেছেন এবং কতক এমনও আছেন যারা সাহাবাদেরকে দেখেছেন আর তাঁদের দ্বারা তরবীয়ত পেয়েছেন। এঁরা যখন জগতের অন্যত্র যান, তখন স্বভাবতঃ তা এ যুক্তি শক্ত হোক বা না হোক যে, "এঁরা আসছেন আহমদীয়াতের দূত হিসেবে এবং এদের নমুনায় পরিচালিত হয়ে আমরা নাজাত (মুক্তি) লাভ করব," আর যখন তারা এদের ভ্রান্ত নমুনা দেখেন তখন অনিবার্য কারণেই তাদের আঘাত লাগে। যারা খোদাতা'লার ফযলে 'পুরস্কারপ্রাপ্ত' লোক, যাদের অন্তরে শক্তি যোগান হয়, তারা হোঁচট খায় না। কিন্তু দুর্বলরা হোঁচট খেয়ে যায়। সেজন্যে এ দোয়াটি খুবই জরুরী, যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সাহাবারা করেছেন যে, "রাব্বানা লা তাজ্‌য়ালনা ফিৎনাতাল লিল্লাযীনা কাফারু"— অর্থাৎ, 'হে খোদা! আমাদেরকে ঐসব লোকের হোঁচটের কারণ হতে দিও না, যারা কুফরী (অস্বীকার) করেছে।' এখানে "লিল্লাযীনা কাফারু" বলে এ বিষয়টি উদঘাটন করে দেয়া হয়েছে যে, ঐ লোকেরা দায়মুক্ত নয় যারা (তরবীয়ত বা হেদায়াত লাভে) হোঁচট খায় কেননা অস্বীকার তাদের স্বভাবে নিহিত। তবেই কিনা তারা হোঁচট খায়। পূর্ব হতে তাদের অবস্থা কুফরীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। তা যদি না হতো, তাহলে তারা হোঁচট খেত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও (হে খোদা!) আমরা এ ব্যাপারটাতে জড়াতে চাই না। আমরা এটা পসন্দ করি না যে, আমাদের কারণে কোন যালেম পদস্খলিত হোক।

'ফিৎনা'র অপর বিষয়টি হল শত্রুকে আমাদের নিপীড়ন ও যুলুম অত্যাচারে ফেলার সুযোগ দিও না। কুরআন করীম উক্ত অর্থেও 'ফিৎনা' শব্দটি ব্যবহার করে। যেমন, "আল্লাযীনা ফাতানুল মুমেনীনা ওয়াল মুমেনাতে সুম্মা লাম্‌ ইয়াতুবূ"—ঐ সকল লোক যারা মুমিনদেরকে ফিৎনার মধ্যে ফেলে দেয়, আর তারপর তওবা করে না। অতএব, ফিৎনা দুই তরফের। মুমেনের দিক থেকে ফিৎনা এই যে, কোন ব্যক্তি (হেদায়াত বা তরবীয়তের ক্ষেত্রে) হোঁচট খায় এবং খোদার গযব হতে সরে যায়। ফিৎনার পরিণাম একই। যদিও ভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন আকারে ফেৎনা প্রকাশ পায়। মুমেন যুলুম-অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘন করে ফিৎনার কারণ হয় না, বরং নিজের অযোগ্যতা বা ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ ফিৎনার কারণ হয়ে যায়। পরিণতি-এটাই দাঁড়ায় যে, কোন প্রত্যক্ষকারী খোদার পথ হতে দূরে সরে যায়। কাফের এমন ধরণের ফিৎনার মধ্যে মুমেনকে নিক্ষিপ্ত করে যে, দৈহিক আযাব ও দুঃখ-কষ্ট দিয়ে তাকে খোদার পথ হতে দূরে সরাবার চেষ্টা চালায়।

অতএব আজকের যুগে এ দোয়াটি দুনিয়ার সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য। কিছু কিছু এমন জায়গা আছে যা আহমদীদের দিক হতে ফিৎনার সম্মুখীন। তাদের কর্মদোষে বা দুর্বলতাগুলির কারণে অন্যেরা ফিৎনায় পড়তে পারে। আর কিছু কিছু এমন দেশ আছে যেখানে অন্যদের দিক হতে আহমদীরা নির্যাতন ও নিপীড়নের ফিৎনার সম্মুখীন। অতএব, উভয় দিক থেকে এ দোয়াটি এক সার্বজনীন দোয়া এবং সর্বত্র উহার বিষয়বস্তু অনুযায়ী ক্রিয়াশীল হবে ও সুফল বয়ে আনবে। অতএব, আমি চাই আহমদীরা যেন বিশেষভাবে এ দোয়াটির মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর, দোয়াটিতে আরও নিবেদন করা হয়েছে যে, "ওয়াগফিরলানা—হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর। ইন্নাকা আন্তাল আযীযুল হাকীম।" —নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা বিশিষ্ট শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী। "আযীয" শব্দটি অনুধাবন করার মত একটি শব্দ। এর মধ্যে শক্তিও নিহিত আছে এবং সম্মান-মর্যাদাও। জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ নেই, বরং রয়েছে এরূপ ক্ষমতা, যার ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাশালী সম্মানিত ও মর্যাদাবান (সাব্যস্ত) হয় এবং শক্তি ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে না, আর অনিবার্যভাবেই প্রবল ও জয়যুক্ত হয়। অতএব "আযীয" শব্দটির তরজমা শুধু প্রবল ও পরাক্রমশালী করাটা সঠিক নয়, বরং এর (সঠিক) অর্থ হলো, যার শক্তি ও পরাক্রমের মধ্যে সম্মান ও মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত হে সেই মহাপরাক্রমশালী সত্তা! অতঃপর, "আল-হাকীম"—অসীম ও অনন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী খোদা আমাদেরকেও সম্মানযুক্ত ক্ষমতা ও শক্তি দান কর এবং আমাদেরকেও হিকমত ও প্রজ্ঞার দ্বারা ভূষিত কর।

একটী দোয়া 'তওবাতুন নসূহ্‌ (খাঁটি তওবা)কারীদের উল্লেখের পর বর্ণনা করা হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, যারা আল্লাহ্‌র সমীপে সত্যিকার তওবা করে তাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লা এক নূর প্রদান করেন। আর সেই নূর তাদের ঘিরে ফেলে। আল্লাহ্‌ বলেছেন: "ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আ'মানু তূবু ইলাল্লাহে তওবাতান্‌ নসূহা আসা রাব্বুকুম আই ইউকাফ্‌ফেরা আনকুম সাইয়েয়াতেকুম ওয়া ইউদ্‌খেলাকুম জান্নাতিন তাজরী মিন তাহ্‌তেহাল আনহারু ইয়াওমা লা ইউখ্‌যিল্লাহুন্‌ নাবীয়া ওয়াল্লাযীনা আমানু মায়াহু নূরুহুম ইয়াস্‌য়া বাইনা আইদীহিম ওয়া বিআইমানিহিম ইয়াকুলুনা রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা ওয়াগ্‌ফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর।" (৬৬:৯) (অর্থাৎ—হে ঐ সকল লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সত্যিকার পরিপূর্ণ তওবা কর। যথাসম্ভব এর ফলে খোদা তোমাদের পাপসমূহ তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন। এবং এরূপ বাগানসমূহে প্রবিষ্ট করবেন যেখানে প্রবহমান রয়েছে নদী নালা "ইয়াওমা লা ইউখ্‌যিল্লাহুন্‌ নাবীয়া"—স্মরণ রেখো, এমন একদিন আসবে যখন খোদার নবী লাঞ্ছিত হবেন না। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁকে প্রত্যেক প্রকার সম্মান ও মর্যাদা দান করা হবে কেননা দুনিয়া এই নবীকে লাঞ্ছিত করার জন্যে চেষ্টা করে। যখন বলা হয় যে, তাঁকে লাঞ্ছিত হতে দেয়া হবে না তখন এর দ্বারা বুঝায় এই যে,

দুনিয়ার প্রত্যেক চেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক ইজ্জত ও মর্যাদায় এই পবিত্র নবীকে ভূষিত করা হবে। "ওয়াল্লাযীনা আমানু মায়াহু"—এবং সে একই আচরণ করা হবে ঐ সকল লোকের সাথেও, যাঁরা তাঁর সম্মুখপানে আগে আগে ধাবমান হবে। "ওয়া বে-আইমানিহিম"—এবং তাদের ডান দিকেও। "ইয়াকুলুনা রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা ওয়াগফিরলানা"—তারা এই বিনীত আবেদন জানাবে যে, হে আমাদের প্রভু। আমাদের নূরকে তুমি আমাদের জন্যে পরিপূর্ণতা দান কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে সর্ব সক্ষম।

এখানে নূর সম্মুখে এবং ডান দিকে ধাবমান হবার উল্লেখ রয়েছে। প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাদের বামদিকে কি নূর হবে না এবং তাদের পশ্চাতে কি নূর হবে না? এই বাক্যধারার উক্ত অর্থ নয়। সম্মুখে ধাবমান হবার অর্থ এই যে, তাদের দীন উজ্জ্বল হবে, দীনের বিষয়াদিতে তারা ভ্রান্তিমুক্ত হবে। কেননা সম্মুখে রাস্তা দেখার জন্যে তো মানুষ আলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আপনারা যখন অন্ধকারে চলেন তখন টর্চের মুখ পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তো সামনে বাড়েন না। অতএব এখানে এমন একটি অবস্থা বা অবস্থানের কথা বর্ণিত হয়েছে যদ্বারা ইহা বুঝায় যে, তারা চিরউন্নতিশীল লোক হবে। এবং নূরুহু ইয়াস্‌য়া বাইনা আইদীহিম"—যে বাক্যধারাটি রয়েছে এতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর গোলামদের দ্রুতগামিতার এক অতীব সুন্দর মনোরম দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। তারা সম্মুখে যত দ্রুত অগ্রসর হবে নূর ততই দ্রুতবেগে সম্মুখে অগ্রসরমান হতে থাকবে। যেমন কোন কোন সময় একজন পাইলট এজন্যে অধিক দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় যে, তার পশ্চাদ্ধাবনকারী দ্রুতগতি সম্পন্ন। অনুরূপ নূরের নক্‌শা অঙ্কন করা হয়েছে যে, তাঁরা দ্রুতবেগে খোদার দিকে অগ্রসরমান যে, নূরের ত্বরা হবে যেন উহা পশ্চাতে না পড়ে যায় এবং উহা তাদের পথ আলোকিত করে যেতে থাকবে। "ওয়া বিআইমানিহিম-এর অর্থ হলো তাদের ডান (দক্ষিণ) দিক অর্থাৎ দীন সম্পূর্ণ আলোকোজ্জ্বল হবে অর্থাৎ দুনিয়ার ব্যাপারে যদি বা তারা ভুল করে যায় তা হতেও পারে। পার্থিব দিক থেকে কোন কোন বিষয়ে তারা অজ্ঞাতও হতে পারে কিন্তু তাতে তাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের উপর কোনও কুপ্রভাব পড়বে না। আর সেই সাথে তারা এই দোয়া করবে "রাব্বানা আতমিমলানা নূরানা"—হে খোদা! আমাদের নূরকে পূর্ণ ও পরিণত করে দাও। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, নূর এমন কোন অবস্থার নাম নয় যেখানে আলো সম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছিলাম — আলো পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে এবং পর্যায়ক্রমে কমও হতে থাকে। এই আলো যেইটিতে এখন আমরা বসে আছি—আমরা মনে করছি যে, খুবই ভালো আলো, অনেক দূর পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইরের রৌদ্রের মধ্যে গিয়ে যদি দেখেন তাহলে আপনারা জানতে পারবেন যে, সে

আলোই এক ভিন্ন আলো। আবার এই একই সময়ে এ একই দিন আপনারা কোন উষ্ণ আবহাওয়া সম্পন্ন দেশে গিয়ে রোদে বেরিয়ে দেখুন, সেখানে এত তীব্র আলো হবে যে, চোখ খুলতে চাইবে না। অতএব আলোর অবস্থা ও প্রকার ভেদ বদলাতে থাকে। "আতমিম লানা নূরানা"-এর অর্থ এই যে "আমাদের নূরকে বাড়াতে থাক।" দ্বিতীয়তঃ "নূরানা" ('আমাদের নূরকে') বলে আর এক ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এই যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা অভ্যন্তরীণ ক্ষমতাসমূহ নিহিত রেখেছেন এবং বাস্তবিকপক্ষে সেগুলো থেকেই সে নূর লাভ করে। চোখের সম্পর্ক আলোর সাথে জড়িত। যার চক্ষুদ্বয় যত অধিক আলো সম্পন্ন হবে, তত অধিক সে বাইরের আলো থেকে ফায়দা লাভ করতে পারবে, যদি চোখে (অন্তর্নিহিত) আলো না থাকে তাহলে হাজারো সূর্য চমকালেও ঐরূপ ব্যক্তি কিছুই দেখতে পাবে না।

অতএব, আল্লাহ্‌তা'লা এই দোয়া শিক্ষা দিয়ে আমাদের উপর অনেক বড় ইহ্‌সান (উপকার) করেছেন। এমনি ধারায় তিনি আমাদের মনোযোগী করেছেন যে, তোমরা যদি আমার নূরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক এবং সত্যই আমার কাছ থেকে অধিকতর নূর কামনা কর তাহলে নিজেদের বাতেন (অভ্যন্তর)-এর নূরকে বাড়াও এবং খোদার কাছে দোয়া কর যে, "হে খোদা! আমাদের নূরকে পরিপূর্ণ করে দাও। আমাদের মধ্যে এরূপ বহুবিধ দুর্বলতা আছে যে জন্যে আমরা তোমার নূর থেকে পুরাপুরি ফায়েদা লাভ করতে পারি না। সে দুর্বলতাগুলিকে দূর করতে থাকে, যাতে আমরা অধিকতর নূরের অধিকারী হতে পারি। "ওয়াগ্‌ফিরলানা"-এর বিষয়বস্তু উক্ত অর্থানুযায়ী এ বিষয়বস্তুটির সাথে সম্পর্ক রাখে যে, "আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও ক্ষমতাগুলো যা তুমি আমাদেরকে দান করেছ সেগুলোর আমরা অপব্যবহার করে থাকতে পারি, আর সে কারণে সেগুলোর মধ্যে পুরাপুরি দেখার শক্তি ব্যাহত বা রহিত হয়ে গেছে, তাই তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও যাতে আমাদের সুপ্ত ক্ষমতাসমূহ জাগ্রত হয়ে উঠে, আমাদের মৃয়মান শক্তিগুলোতে নবজীবন সঞ্চারিত হয়। "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—তুমি প্রত্যেক ব্যাপারে সর্বসক্ষম। কারও সম্বন্ধে তুমি যখন ইচ্ছা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার যেন তার মৃয়মান শক্তিগুলো সঞ্জীবিত হয়। এমতাবস্থায় তা জীবিত করতে তুমি সর্বসক্ষম। কিন্তু জগৎ সংসারে আমরা প্রত্যেক বিষয়ে সর্বসক্ষম নই।

এখন নূর বা জ্যোতির কথা চলছে। ডাক্তারের কাছে যদি কেউ চোখ দেখাবার জন্যে যায় এবং ডাক্তার অনুসন্ধান করে জানতে পারে যে, তার চোখের অন্তর্নিহিত নূর বা জ্যোতিঃ রহিত হয়ে গেছে অর্থাৎ সেই শিরা বা Nerve যাকে অপটিক নার্ভ বলা হয় তার মধ্যে আর জ্যোতিঃ নেই। তাহলে ডাক্তার সর্বদা সবিনয়ে একথাই বলবে যে, এখন আর কিছুই হতে পারে না। এটা আমাদের ক্ষমতাতীত ব্যাপার।" এবং জ্ঞাত

করবে যে, "যে সব শিরা (Nerves) মরে যায় সেগুলোকে কোন মানুষ পুনরায় জীবিত করতে পারে না। অতএব, "ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর"—আল্লাহ্‌র এ বাণীটি (এ ক্ষেত্রেও) এক নতুন আশার সঞ্চার করে দিয়েছে। আমাদেরকে জ্ঞাত করেছে যে, দুনিয়ার অভিজ্ঞতায় তো আমরা দেখে থাকি যে, কোন কোন সময় যদি অন্তর্নিহিত শক্তি ও ক্ষমতাগুলো মৃত হয়ে পড়ে, সেগুলোকে আর পুনর্জীবিত করা যায় না। কিন্তু হে খোদা! তুমি সর্বশক্তিমান। তুমি ইচ্ছা করলে মৃয়মানদেরকেও জীবিত করতে পার। অতএব, আমরা তোমার কাছে সব কিছুই চাই এবং আমরা জানি যে, তুমি সব কিছুই দিতে সক্ষম, সব কিছুই দেয়ার ক্ষমতা রাখ।

আর একটি দোয়া ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া হিসাবে কুরআন করীমে সংরক্ষিত আছে। সেটি হলো:

'যারাবাল্লাহু মাসালাল্লিল্লাযীনা আমানুম্‌রায়াতা ফিরআউনা ইয্‌ কালাত্‌ রাব্বেব্‌নে লি ইন্দাকাবায়তান ফিল জান্নাতে ওয়া নাজ্জেনি মিন ফিরআউনা ওয়া আমালিহি ওয়া নাজ্জেনি মিনাল কাওমিয্‌ যালেমীন।"

"ওয়া যারাবাল্লাহু মাসালাল্লিল্লাযীনা আমানু"—এবং আল্লাহ্‌তা'লা মুমেন বান্দাদের জন্যে একটি এই দৃষ্টান্তও বর্ণনা করেছেন যে, তারা কোন কোন দিক দিয়ে ফেরাউনের স্ত্রীর মতন হয়ে থাকে। কোন্‌ দিক দিয়ে? এ দিক দিয়ে যে, সে যখন নিজেকে অনুপায় এবং মহা চাপের অধীন পরাভূত দেখতে পেয়ে এবং এক অবাধ্য পাপাচারী সম্রাটের কবলে অসহায় পতিত পেয়ে খোদাতা'লার হুযুরে কাতর নিবেদন জানাল যে, "রাব্বেব্‌নে লি ইন্দাকা বায়তান"—"হে খোদা! আমাকে তুমি নিজের সান্নিধ্যে (একখানা) গৃহ দান কর।" ফেরাউনের গৃহে বসবাসকারী একটি অনুনুপায় মহিলা তার নিজের আর কোনও গৃহ নেই। কত যে মর্মান্তিক দোয়া! সে তার সমগ্র দুঃখ বেদনাকে স্মরণ করে যে, "আমি খোদার ইবাদত করতে চাই, আমি নেক ও পুণ্যবতী হতে চাই, কিন্তু যালিমের ঘরে আমাকে ফেলা হয়েছে, যে কিনা এরূপ (ভয়ঙ্কর) জালিম, যে এক বিশাল রাজ্যের উপর শাসন করছে এবং সমগ্র জাতি তাকে ভয় করে। তার গৃহ ছেড়ে যদি যাইও তো যাব কোথায় তাই দুনিয়ার কোনও গৃহ আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে না। (প্রেক্ষিত) বিষয় বস্তু হলো এই। তিনি প্রার্থনা করছেন: রাব্বেব্‌নেলি ইন্দাকা বাইতান ফিল জান্নাতে"—হে খোদা আমাকে তুমি নিজ সান্নিধ্যে জান্নাতে একটি গৃহ করে দাও। "ওয়ানাজ্জেনি মিন ফিরআওনা ওয়া আমালিহি" আমাকে ফেরাউন এবং তার কার্যাবলীর কবল হতে মুক্তি দান কর। ওয়া নাজ্জেনি মিনাল্‌ কাওমিয্‌ যালেমীনা"—এবং আমাকে জালিমদের জাতির কবল থেকে নিস্কৃতি দান কর।"

অতএব, মুমেনদের উপরও এরূপ অবস্থা আসে যে, তারা নিরুপায় হয়ে পড়ে। এরূপ এক দেশে তারা বাস করে যেখানকার বাদশাহ্ (শাসক) হয়ে থাকে অত্যাচারী, সেখানকার জাতি হয় অত্যাচারী। সেখান থেকে তারা বের হয়ে অন্য কোথাও যেতেও পারে না। যারা বের হয়ে যেতে পারে তারা তো হিজরত করে যায়। কিন্তু এমন দুর্বলরাও রয়েছেন যেমন ফেরা-উনের স্ত্রী সে ঘর থেকেও বের হতে পারে না, দেশ থেকেও বেরিয়ে যেতে পারে না। এরূপ অসহায় মুমেন ব্যক্তিরাও থাকে। তাদের জন্যে দেখুন খোদাতা'লা কি রূপে মুক্তি লাভের উপায় সরবরাহ করে দিয়েছেন। কুরআন করীমে এমন একটি বেদনাত্মক দোয়া লিপিবদ্ধ করেছেন যার ফলশ্রুতিতে ঐরূপ অসহায় ব্যক্তিরাও কল্যাণমণ্ডিত হয়। তারা সরাসরি খোদার কাছে মুক্তির পথ কামনা করে এই প্রার্থনার মাধ্যমে যে, এই দুনিয়ার গৃহে কি বা আসে যায়! আমাদেরকে হে খোদা! তুমি তোমার সান্নিধ্যে গৃহ দান কর। (ক্রমশঃ)

(২০ পাতার পর)

যে, জীবনের দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ও উচ্চতা একের সাথে অপরের নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে। তা'ছাড়া সাধনা দ্বারাই এদের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়ে থাকে।

জীবনের পরিধি নিয়ে আলোচনা করলে আত্মসমালোচনা ও অন্তোপলব্ধির পথ সহজ হয়; জীবনের উদ্দেশ্য হৃদয়ংগম করতে প্রেরণা আসে। ঐ প্রেরণাকে কর্মে রূপান্তরিত করার জন্য যেমনি এগিয়ে আসতে হবে তেমনি পরম করুণাময় স্রষ্টা যিনি মানব জীবনের পরিধি এত সম্ভাবনাময় করে দিয়েছেন তাঁর দরবারেও মদদ মাংগতে হবে।"

(মাসিক বিকাশের জুলাই-আগষ্ট '৯২ সাখ্যার সৌজন্যে)

দেওবন্দীদের কলেমা

যার কারণে বেরেলভী আলেমেরা তাদেরকে কাফের বলে

দেওবন্দীদের পুস্তকাদিতে নিম্নোক্ত কলেমার ভিত্তিতে বেরেলভী আলেমরা দেওবন্দীদেরকে কাফের এবং রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর প্রতি অসম্মান ও অপমান প্রদর্শনের অপবাদ আরোপ করেন। আর তাদেরকে মুরতাদ মনে করেন। তাদের কথায়—ঐ দেওবন্দীদের পিছনে নামায পড়া উচিত নয়। তাদেরকে মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করতে আর তাদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে যেন স্থান না দেয়া হয়। কলেমাটি নিম্নরূপ:

اشرف علی رسول اللہ আশরাফ আলী রসূলুল্লাহ্

(অর্থাৎ আশরাফ আলী আল্লাহ্‌র রসূল। আশরাফ আলী থানবী, যাকে সুন্নত ওয়াল জামা'ত ও যামানার মুজাদ্দেদ বলে মনে করে থাকেন ও তাঁকে দেওবন্দী আলেমরা রসূল মনে করেন—সম্পাদক) (রেসালাল ইমদাদ, ৮ সফর ১৩৩৬হিঃ ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী: ইমদাদুল মুত্তাবে থানাভুনে মুদ্রিত)

(সাপ্তাহিক বদরের ২৩-৭-৯২ সংখ্যার সৌজন্যে)

মানব জীবনের পরিধি

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

"একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, মানব জীবনেরও পরিধি আছে। ইহাকেও দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা বা গভীরতায় ভাগ করা যায়। শুধু তাই নয় জীবনকে সার্থক করে তুলতে ঐ সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানও দখল করে আছে। বরং ঐ সবের পরিমাপ মানব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো কি না যাচাইয়ে কষ্টি পাথর রূপে বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য জীবনের দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে বিচার হয় না। এ সব বিচারের ভিন্ন মীজান ও মানদণ্ড রয়েছে যা নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা হবে।

জীবনের দৈর্ঘ: জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত যে যতদিন বাঁচে ইহাকেই তার জীবনের দৈর্ঘ বলা যেতে পারে। জীব মাত্রই এই দৈর্ঘের অধিকারী। কিন্তু মানব জীবনে ইহার বিশেষত্ব রয়েছে। মানব জীবনে প্রতিটি মুহূর্তের যে, মূল্য রয়েছে অন্যান্য জীবের বেলায় তা বড় একটা দেখা যায় না। যে, শিশু সবেমাত্র দুনিয়াতে পা বাড়ায়েছে সেও তার মা বাপের জীবনের গতি ধারায় বহু বড় বড় পরিবর্তনের গোড়া পত্তন করতে পারে। যতই সে বড় হতে থাকে সময় তার নিকট ততই অর্থপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় হয়ে উঠে। মানব জীবন শুধু অন্ধ প্রবৃত্তির (Instinct) তাগিদে চলে না। এখানে রয়েছে বুদ্ধি, সাধনা ও কর্মের বিরাট খেলা। তার অন্তর-শক্তি (Capacity) অনেক খানি স্বাধীন। তাই তার জীবনের সার্থকতা শুধু দৈর্ঘের উপর নির্ভর না করে সাধনা ও সময়ের সদ্ব্যবহারের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এ জন্য তাকে জীবনে প্রতি পলে অনুপলে সাবধান থাকতে হয়—যা অন্য জীবের বেলায় প্রয়োজন হয় না। জীবন হতে ঐ সাবধানতাকে বাদ দিলে অনেক দিন বেঁচে থাকলেও জীবনের দৈর্ঘ অনেকখানি কমে যেতে পারে।

আমাদের বাঁচার দু'টো দিক আছে — নিজের জন্য বাঁচা আর দশের জন্য বাঁচা। কারো যদি জীবনের লক্ষ্য হয় শুধু নিজের জন্য বাঁচা তবে তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার স্মৃতিও মুছে যায়। তার জীবনের দৈর্ঘ অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় মৃত্যুর সাথে সাথেই খতম হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যখন দশের জন্য সমাজের জন্য বাঁচে তখন মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর স্মৃতি লোপ পায় না। অনেক সময়ে মৃত্যুর পর তিনি আরো বড় হয়ে ওঠেন। কারণ ব্যক্তি মরলেও সমাজ বেঁচে থাকে। সমাজ তার খাদেমকে সহজে মরতে দেয় না; ভুলতে পারে না। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, জৈবিক জীবনের দৈর্ঘ ইচ্ছামত বাড়ানোতে অবশ্য আমাদের তেমন কোন হাত নেই। কিন্তু কর্মের মাধ্যমে, আদর্শের অনু-

সরণে জীবনের দৈর্ঘকে মৃত্যুর গণ্ডী পার করে নেওয়ার শক্তি স্রষ্টা শুধু মানুষকেই দিয়েছেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে মানব জীবনের দৈর্ঘকে গণিতের অংকেও সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

জীবনের প্রস্থ : মানব জীবনের প্রস্থ নির্ভর করে প্রেম দিয়ে সে নিজেকে কতটুকু ছড়িয়ে দিতে পারে; আর বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারে তার উপর। তার প্রেম নিজের স্ত্রী পুত্র, মা বাপ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এই সীমানা অতিক্রম করে পাড়াপরশি, দেশ ও জাতির সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র মানবতাকেও গ্রহণ করতে পারে।

জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার উপাদান অন্যান্য জীবের মাঝে আছে বলে বুঝা যায় না; কিন্তু আদম সন্তানের এ জন্য রয়েছে উর্বর মন ও মস্তিষ্ক। বিশ্ব-জগতের আবর্তন বিবর্তনে আর মন মস্তিষ্কে গভীরভাবে রেখাপাত করতে পারে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুকেও সে অবহেলা করতে পারে না। প্রেম, বুদ্ধি, জ্ঞানের প্রসার দিয়ে জীবনের প্রস্থ যত বাড়িয়ে নেওয়া যায় ততই ইহা সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন জীবনের দৈর্ঘ কম হলেও তত যায় আসে না। অবশ্য এই দৈর্ঘ অর্থে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনকেই বুঝতে হবে। সাধনার উপরেও জীবনের প্রস্থ অনেকখানি নির্ভর করে। সাধনার শক্তি স্রষ্টা মানুষকে উদার হস্তে দিয়েছেন অন্যান্য জীবকে তা দেন নি।

জীবনের গভীরতা : নীতির সাথে, আদর্শের সাথে মানব জীবনের যে সম্বন্ধ উহার দ্বারাই গভীরতা পরিমাপ হতে পারে। এই গভীরতারও দুটো দিক আছে। প্রথমতঃ যে জীবন যত গভীরভাবে কোন নীতি বা আদর্শের সাথে জড়িত সে জীবনে ঐ নীতি বা আদর্শ তত নিবিড় ভাবে প্রতিফলিত হবে। দ্বিতীয়তঃ ঐ নীতি বা আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ঐ ব্যক্তিকে তত বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকতে হয়। এখানেও অন্যান্য জীব হতে মানব জীবনের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অন্য কোন জীবেরই নীতি বা আদর্শের কোনই বালাই নেই; তেমন কোন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু আদর্শচ্যুত হলে, নৈতিক জীবনকে অস্বীকার করলে মানব জীবন শুধু নিরর্থকই হবে বলে মনে হয় না—অচল হয়ে পড়ারও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

মানব জীবনের উচ্চতা : উচ্চাশা, মহিমাময় স্বপ্ন, গৌরবময় কল্পনা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা ইত্যাদিকে মানব জীবনের উচ্চতার পরিমাপ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। উচ্চাশা, বড় কল্পনা এসব হলো এর যোগান্তের দিক আর হীনতা, ক্ষুদ্রতা ইত্যাদি হলো এর বিয়োগান্তের দিক। প্রথমটিকে বাড়াতে হবে আর দ্বিতীয়টিকে জীবন থেকে ছাড়াতে হবে। তবেই জীবনের উচ্চতা বেড়ে চলবে। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে

(অবশিষ্টাংশ ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

এঁদের কথা স্মরণ করি

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

মহানবী বিশ্বনবী (সাঃ) বলেছেন, উযকুরু মাওতাকুম বিল খায়ের। অর্থাৎ মৃতদেরকে স্মরণ কর এবং তাদের গুণাবলী নিয়ে আলোচনা কর।

১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি থেকে আজ পর্যন্ত ৩৫ বছরে বহু পরিচিত আহমদী বিদায় নিয়েছেন আমাদের মাঝখান থেকে। এঁদের মধ্যে আজ আমার পরিচিত কয়েকজনকে স্মরণ করছি। আল্লাহ্ তা'লা এদের সবাইকে ক্ষমা করুন, জান্নাতে উচ্চস্থান দান করুন, আমীন। কথায় বলে, গুলেরা রঙ্গ ও বুয়ে দিগরাস্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ফুলই নিজের রং ও গন্ধে পৃথক। আজকের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব যারা তাঁরা সবাই নিজ নিজ গুণে উজ্জ্বল ছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই আলোচনায় কোন প্রকার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি। যখন যাঁর কথা স্মরণ হয়েছে তাঁর সম্বন্ধেই স্মৃতি থেকে যৎসামান্য বর্ণনা করা হয়েছে:

(১) খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব বগুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মূলতঃ একজন শিক্ষাবিদ। বগুড়া জেলা স্কুল সহ বিভিন্ন হাই স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক রূপে কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রবীণ আহমদীদের একজন। তিনি বার্সিনে আহমদীয়া মুসলিম মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বঙ্গীয় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আমীরও ছিলেন। (২) মৌলানা মমতাজ আহমদ সাহেব অবিভক্ত সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার বড়গাঁও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন আসাম প্রদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মুসলিম লীগের একজন নেতা হিসাবে তিনি প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে জনমত গঠন করেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পর তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কিছুকাল আহমদী পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। (৩) আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার কাছাইট গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আহমদীয়া মুসলিম মিশনারী হিসাবে সমগ্র বাংলায় প্রচার কার্য চালিয়ে বহু লোককে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেন। তিনি একজন সুবক্তা এবং সুলেখক ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম হাদীসুল মাহদী। (৪) ডেপুটি হুয্যাম উদ্দীন হায়দার সাহেব কুমিল্লা শহরের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি আজীবন জামা'তের খেদমত করে গেছেন। তিনি তৎকালীন বাংলার আমীরের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৫) এডভোকেট গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার খড়মপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া অঞ্চলের আমীর ছিলেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আইনজ্ঞ এবং প্রখ্যাত বক্তা ছিলেন। (৬) গোলাম মওলা খাদেম সাহেব গোলাম

সামদানী উকিল সাহেবের বড় ভাই ছিলেন। অত্যন্ত দোয়াগো নীরব কর্মী এবং সুফী ধরণের লোক ছিলেন তিনি। চট্টগ্রাম এবং খড়মপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট রূপেও তিনি দীর্ঘ দিন কাজ করার সুযোগ পান। তিনি এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে, তিনি তাঁর জীবনে চার জন খলীফার যুগ পান। (৭) আবু হামেদ আলী আনওয়ার সাহেব বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার তাতার কান্দি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন জ্ঞানী এবং আলেম ব্যক্তি ছিলেন। দোয়াগো এবং এবাদতগুযার ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন। তিনি উর্দু থেকে বহু গ্রন্থ এবং রচনা বাংলায় অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর কলম অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তিনি আহমদী পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। (৮) শহীদ ওসমান গনী মানিকগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন কর্মী খাদেম এবং সেবক ছিলেন। এই অবিবাহিত যুবক ১৯৬৩ সালে ব্রহ্মণবাড়ীয়ায় এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধর্মান্ধ গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তারুয়া নিবাসী আব্দুর রহীম সাহেবও ঐ সময় শাহাদত বরণ করেন। (৯) মৌলানা সৈয়দ এজায আহমদ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের মৌলবী পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বড় মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব তাঁর পিতা। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী এবং ইসলামী বিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একজন বক্তা এবং সুলেখকরূপে সুপরিচিত হয়ে আছেন। তিনি দীর্ঘকাল জামাতের মোবাল্লেগ ছিলেন। আহমদীয়াত ও সীরাতে সুলতানুল কলম পুস্তক দু'টি তাঁর উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। (১০) মৌঃ নূরুদ্দীন আক্রাদ ঢাকা জিলার লোক ছিলেন। পরে দিনাজপুরের আহমদনগরে বসতি স্থাপন করেন। জামাতের মোয়াল্লেম রূপে তিনি ধর্মের সেবা করে গেছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র লোক ছিলেন। ছোট বড় সবার সঙ্গে মিলিত হতেন। (১১) মৌলবী সলিম উল্লাহ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঘাটুরা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জামাতের নিবেদিত মোয়াল্লেম হিসাবে তিনি সার্থকতা প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। সুবক্তা এবং সুগায়করূপেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর রচিত নযম (গযল)গুলি আজো মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হয়। (১২) শামসুর রহমান সাহেব সাতক্ষীরা এলাকার যতীন্দ্র নগরের অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘদীন চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থেকে জনহিতকর কাজ করে 'তমঘায়ে খেদমত' পদক লাভ করেন। তিনি সুন্দরবন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর দ্বারা বহু লোক সত্য গ্রহণ করে। (১৩) আবু আহমদ গোলাম আম্বিয়া এক সাংবাদিক যুবক ঢাকায় জাতীয় পত্রিকায় কাজ করতেন। তাঁর বাড়ী পঞ্চগড়ের আহমদনগরে। তিনি সুবক্তা ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি এক দুর্ঘটনায় অকালে মৃত্যু বরণ করেন। এইভাবে তাঁর সম্ভাবনাময় জীবনের অবসান ঘটে। (১৪) আবু আরেফ মোহাম্মদ ইসরাঈল পঞ্চগড়ের এক উদ্দাম যুবক। মূল বাড়ী ছিল পশ্চিম বঙ্গে। ঢাকা আঞ্জুমানে থেকে আহমদী পত্রিকার সেবা করেছেন। ১৯৭১ সালে রাজাকার আলবদরের হাতে নির্দয়ভাবে শাহাদাত বরণ করেন তিনি। (১৫) আরফান আলী মুন্সী ময়মনসিংহের

নিকটবর্তী গস্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য প্রেমিক, রসিক, সদালাপী এই ব্যক্তি ১৯৭১ সালে অবাঙ্গালী এবং রাজাকারদের হাতে শাহাদত বরণ করেন। ঐ সময় বদিউজ্জামান মুন্সেরী সাহেবও তাঁর একাধিক পুত্র সহ গুণ্ডাদের হাতে শহীদ হন। (১৬) জাহেদুর রহীম সাহেব সন্দীপ শহরে আইন ব্যবসা করতেন। তিনি এক আলেম পরিবারের সন্তান। ১৯৬৩-৬৫ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মোকদ্দমায় তিনি জামা'তের খেদমত করেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যরা স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় তাঁকে শহীদ করে। (১৭) আবুল হোসেন সাহেব কিশোরগঞ্জ জেলার চাঁনপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সাব রেজিষ্টার সাহেব রূপে পরিচিত। প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি কবি নজরুলের সহকর্মী ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন ময়মনসিংহ জামা'তের প্রেসিডেন্ট রূপে কাজ করে গেছেন। (১৮) এডভোকেট আনিসুর রহমান সাহেব কিশোরগঞ্জের বাজিতপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বাজিতপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (১৯) শামসুজ্জামান সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি মোয়াল্লেম রূপে দীর্ঘ দিন আহমদী বালক বালিকাদেরকে শিক্ষা দান করেন। ঢাকা দারুত তবলীগেও তিনি কিছু দিন কাজ করেন। তিনি দীর্ঘ দিন কাদিয়ানে থেকে তরবীয়ত লাভ করেন। (২০) বদরুদ্দীন মন্টু বাবু চট্টগ্রামের লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল বিমল। ইনি কয়েক মাস ময়মনসিংহে আমার বাসায় থেকে ইসলাম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। গত বৎসর তাঁর বাসায় শের বারের মত আমার সীরাতুন্নবী বিষয়ে হিন্দুদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করার সুযোগ হয়। (২১) ডাঃ কেপটেন আবুল হোসেন সাহেব সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। ইনি পার্বতী পুরের অধিবাসী ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (২২) জনাব আবদুল জব্বার সাহেবও সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেছেন। তিনি দীর্ঘ দিন প্রধান শিক্ষক রূপে দেশ ও সমাজের সেবা করে গেছেন। তিনি বগুড়া জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। (২৩) ডাঃ আনওয়ার হোসেন। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার প্রেসিডেন্ট রূপে তিনি বহু খেদমত করে গেছেন। (২৪) সালাহ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের আমীর রূপে জামা'তের খেদমত করে গেছেন। (২৫) মুন্সী আবদুল খালেক সাহেব নারায়ণগঞ্জ জামা'তের প্রেসিডেন্ট রূপে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। (২৬) আহসান উল্লাহ শিকদার সাহেব আহমদী পত্রিকার সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জ জামা'তের প্রেসিডেন্ট রূপে অনেক কাজ করে গেছেন। (২৭) মীর ওসমান আলী সাহেব সরাইল মীর পরিবারের সদস্য ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা মীর হাবিব আলী সাহেবও একজন মুখলেস আহমদী ছিলেন। (২৮) গোলাম আহমদ খান সাহেব চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর রূপে দীর্ঘদিন কাজ করে গেছেন। (২৯) এডভোকেট বদরুদ্দীন সাহেব রংপুর জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি জামা'তের বহু খেদমত করে গেছেন। (৩০) জিন্নত আলী ভূঞা সাহেব ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (৩১) কফিল উদ্দীন আহমদ সাহেব দীর্ঘ দিন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসাবে খেদমত করে গেছেন।

(৩২) জনাব বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেব ময়মনসিংহ জামা'তের বহু সেবা করে গেছেন। তিনি ঐ জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (৩৩) ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে জামা'তের কাজ করে গেছেন। (৩৪) কারী মনওয়ার আলী সাহেব কুমিল্লার অধিবাসী ছিলেন। তিনি জামা'তের মোয়াল্লেম হিসাবে দীর্ঘ দিন কাজ করে গেছেন। (৩৫) চৌধুরী শাহাবুদ্দীন সাহেব ঢাকার অধিবাসী ছিলেন। জামা'তের একজন উৎকৃষ্ট কর্মী ছিলেন। (৩৬) মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব দীর্ঘদিন জামা'তের আমীর পদে থেকে বহু কাজ করে গেছেন। তিনি বহুগ্রন্থ রচনা এবং অনুবাদ করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে ওফাতে ঈসা, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব প্রভৃতি প্রধান গ্রন্থ। তাঁর জন্ম পশ্চিম বঙ্গের বাকুড়া জেলায়। (৩৭) মীর আহছুর রাজ্জাক সাহেব মৌরাইলের অধিবাসী ছিলেন এবং জামা'তের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। (৩৮) এডভোকেট দৌলত আহমদ খান খাদেম সাহেব প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও অনুবাদক ছিলেন। (৩৯) আব্দুল মালেক খাদেম সাহেব খড়মপুর জামা'তের সদস্য ছিলেন। (৪০) খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবও নানা ভাবে জামা'তের খেদমত করে গেছেন। (৪১) আতাউর রহমান সাহেব সিলেট জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। (৪২) সৈয়দ সায়ীদ আহমদ সাহেব ইনেসপেক্টর বয়তুল মালরূপে বহুদিন জামা'তের খেদমত করে গেছেন। (৪৩) ডাঃ আমীর হোসেন উথলী জামা'তের প্রেসিডেন্ট রূপে বহু খেদমত করে গেছেন। (৪৪) ফকির ইয়াকুব আলী সাহেব জামা'তের মোয়াল্লিম হিসাবে উৎকৃষ্ট কর্ম করে গেছেন। (৪৫) কবিরাজ এজাজুল হক সাহেব কটিয়াদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট রূপে বহু কাজ করে গেছেন। (৪৬) আব্দুল জাহের হাজারী ঘাটুরা জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং নীরব কর্মী রূপে তিনি বহু সেবা করে গেছেন। (৪৭) মীর মাহবুব আলী সাহেব সরাইলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে অবসর গ্রহণ করে জামাতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। (৪৮) মীর আবদুস সাত্তার সাহেব মৌরাইলের অধিবাসী ছিলেন এবং জামা'তের একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। (৪৯) মৌলবী আলী কাশেম খান চৌধুরী নাটোরের চৌধুরী পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং মৌলবী ফাযেল ছিলেন। (৫০) মীর হাবিব আলী সাহেব সরাইলের অধিবাসী ছিলেন এবং পরে চট্টগ্রাম জামা'তের সদস্যরূপে কাজ করে গেছেন। (৫১) আব্দুল আযীয সাহেব কিশোরগঞ্জের অধিবাসী হলেও তিনি খুলনা জামা'তের সঙ্গে আমরণ সম্পর্কিত ছিলেন।

এঁদেরকে আমি জানতাম। এঁদের সংগে কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। এঁদের সংগে জড়িয়ে আছে আমার বহু সুখ দুঃখের ঘটনা।

লেটিনে একটি কথা আছে—de mortuis nil bonum—অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে ভাল ছাড়া আর কিছু বলবে না। ইসলামের শিক্ষাও তাই।

হাদীসুল মাহ্দী

('কাদিয়ানী রদ' পুস্তকের জবাবে)

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(১ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

রসূল করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)

বর্তমান যমানার মৌলবী মৌলানাগণ কাদিয়ানে আবির্ভূত প্রতিশ্রুত মসীহ—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে কতকগুলি হাদীস আওড়াইয়া নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবও তাঁহার পুস্তকে ক্রমিক নম্বর দিয়া কতকগুলি হাদীস পেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত হাদীসই আমাদের বিরুদ্ধবাদী মোল্লা মৌলবী দিগকে প্রায়ই আওড়াইতে শুনা যায়।

আমরা নিম্নে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা হাদীসগুলির প্রকৃত অর্থ জন-সাধারণের বিচার ক্ষেত্রে পেশ করিয়া বিবেকের সদ্ব্যবহারের আশা করিতেছি। পাঠক এই আলোচনায় মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের বিদ্যার দৌড় ও যুক্তির নমুনা দেখিতে পাইবেন।

১নং হাদীস

عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهب
الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطئ اسمه اسمى
(رواه الترمذى و ابو داؤد)

"আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার আহলে বায়েত হইতে এক ব্যক্তি আরবের বাদশাহ্ না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হইবে না। তাঁহার নাম আমার নামের তুল্য হইবে।" (তিরমিযী ও আবুদাউদ)

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন, এই হাদীসে ইমাম মাহদীর কোন কথা নাই। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, 'আরবের' বাদশাহ হইবে এক ব্যক্তি'। কাদিয়ানের হযরত আহমদ (আঃ) মাহদী হইবার দাবী করিয়াছেন, "আরবের বাদশাহ" হইবার দাবী করেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রেই কোন কবি গাহিয়াছিলেন—

من چه میسرائم و طنبور من چه می سراید

"আমিই বা গাই কি, আর আমার তবলাই বা বাজায় কি ?

দ্বিতীয়তঃ, এই হাদীসে "মুহাম্মদ নামের হইবে" এমন কোন কথা নাই। মৌলানা

রুহুল আমীন সাহেব নিজেও অনুবাদ করিয়াছেন—"আমার নামের তুল্য হইবে"। কিন্তু বন্ধনীর ভিতরে "মোহাম্মদ নামের হইবে" ঢুকাইয়া দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, "মোহাম্মদ নামের হইবে" আর "মোহাম্মদ নামের তুল্য হইবে" একই কথা। মোহাম্মদ নামের হওয়া ও মোহাম্মদ নামের তুল্য হওয়া যে এক কথা নহে, দুইটা বিভিন্ন জিনিস না হইলে যে তুলনা হয় না, এই সহজ কথাটাও মৌলানা সাহেব বুঝিতে পারেন নাই, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তবে কি মৌলানা সাহেব তাঁহার পাঠক-বর্গকে বোকা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন?

তৃতীয়তঃ, এই হাদীসের একজন রাবী 'আসেম' সম্বন্ধে হাদীস শাস্ত্র-বিশারদ ইমামগণের নিম্নলিখিত অভিমত এই হাদীসটির সহী হওয়া সম্বন্ধেও সন্দেহের সৃষ্টি করে—

قال احمد بن حنبل ... والاعمش احفظ منه وكان شعبة يختار الاعمش عليه في تثبيت الحديث و قال العجلي كان يختلف عليه في زر و ابي وائل يشير بذالك الى ضعف روايته وقال محمد بن سعد كان ثقة الا انه كثير الخطا في حديثه —وقال يعقوب ابن سفيان في حديثه اضطراب قال ابن ابي حراش في حديثه نقرة و قال ابو جعفر العقيلي لم يكون فيه و الا سوء حفظه — قال الذهبي ثبت في الحديث دون الثبت قال الدار قطني في حفظه شئ

(مقد ٥ه ابن خلدون)

"আহমদ ইবনে হাম্বল বলিয়াছেন, 'আমাশ' হইতে 'আসেমে'র স্মরণ শক্তি কম ছিল এবং 'শোবা' হাদীস প্রমাণ করিতে, 'আসেমে'র পরিবর্তে 'আমাশে'র হাদীস গ্রহণ করিতেন। উজ্জায়লী বলিয়াছেন, 'জুর' ও 'আবুওয়ায়েল' সম্পর্কে 'আসেম' সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এই কথা দ্বারা উজ্জায়লী তাঁহার রেওয়ায়াত যয়ীফ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। মোহাম্মদ ইবনে সাদ বলিয়াছেন, তিনি বিশ্বাসী রাবী হইলেও অত্যন্ত ভুল করিতেন। ইয়াকোব ইবনে সুফিয়ান বলিয়াছেন, 'আসেমের' হাদীস বর্ণনার মধ্যে এমন কথাও আছে যাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আবু জাফর উকায়লী বলিয়াছেন, 'আসেমে'র হাদীসে স্মরণ শক্তির ত্রুটি ছাড়া আর কোন দোষ ছিল না। 'জাহবী' বলিয়াছেন, তাঁহার কুরআন পাঠ প্রামাণ্য হইলেও হাদীস বর্ণনা প্রামাণ্য নহে। 'দারকুতনী' বলিয়াছেন, আসেমের স্মরণ শক্তির দোষ ছিল। (মুকাদ্দামায়ে ইবনে খুলদুন)

মৌলানা রুহুল আমীন প্রমুখ মৌলানা মৌলবীগণ কুরআনের অকাট্য প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করিবার অকাট্য মাপকাঠি ছাড়িয়া দিয়া প্রতিশ্রুত মসীহ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডন করিবার জন্য যে সমস্ত দলীল প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন তন্মধ্যে তাঁহাদের মতে এর বেশী মজবুত ও অধিকতর সহী হাদীস একটিও পেশ করিতে পারেন নাই।

(অবশিষ্টাংশ ২৯ পাতায় দেখুন)

প্রথম ইউরোপীয় ইসলাম প্রচারক
বশীর আহমদ অর্চার্ড

—এ, টি, চৌধুরী

বশীর আহমদ অর্চার্ডের জন্ম ইংল্যাণ্ডের ডিভন এলাকার টুর্কি নামক স্থানে। ঐ এলাকাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত এবং পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। অর্চার্ডের জন্ম ২৬শে এপ্রিল, ১৯২০ সালে। তাঁর পিতা ডাক্তার এবং মাতা বিয়ের পূর্বে নার্স ছিলেন। তাঁর পিতামহও একজন চিকিৎসক ছিলেন এবং মাতামহ ছিলেন এডমিরেল। অর্চার্ড সাহেবের আরো দুই ভাই ছিলেন। তাঁর বড় ভাই নেভিতে ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে জাহাজ ডুবি হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রথমে প্রটেষ্ট্যান্ট এবং পরে কেথলিক পাদ্রীরূপে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকের দায়িত্ব পালন করেন। অর্চার্ড সাহেবের খালা চীন দেশে চল্লিশ বৎসর মিশনারী রূপে কাজ করেন। ঐ খালার প্রভাবেই বশীর আহমদ অর্চার্ডের দ্বিতীয় ভাই পাদ্রী হয়ে যান। মা বাবা যদিও প্রটেষ্টান্ট ছিলেন কিন্তু তাঁর এই ভাইটি রোমান কেথলিক পাদ্রী হওয়ার পর মাও কেথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সালের দিকে তাঁর মা বাবার মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ঐ সময় তাঁর লেখা পড়ারও সমাপ্তি ঘটে।

বশীর আহমদ সাহেব ফৌজী জীবন বেছে নেন। তিনি দেশে ও বিদেশের নানা জায়গায় ট্রেনিং প্রাপ্ত হন এবং ১৯৪১ সালে কমিশন কেডেটরূপে মনোনীত হন। ১৯৪২ সালে তিনি কমিশন প্রাপ্ত অফিসার রূপে ভারতে প্রেরিত হন। প্রথমে জলন্ধর এবং পরে তাঁকে আসাম এবং ব্রহ্মদেশে নিয়োগ করা হয়।

তিনি যখন মনিপুরে তখন জাপানীরা তাদের বাহিনীকে অবরোধ করে ফেলে। পেরাসুটের দ্বারা তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এটি ১৯৪৪ সালের ঘটনা। অর্চার্ড সাহেব অন্যান্য সৈনিকদের সংগে একটি গর্তে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তাঁর উর্দ্ধতন কর্মকর্তা তাঁকে ডেকে পাঠান। তিনি গর্ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর পরই জাপানীরা ওখানে বোমা ফেলে, ফলে ওখানে যারা ছিল তারা সবাই মৃত্যু বরণ করে! আল্লাহ তা'লা বশীর আহমদ অর্চার্ডকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেন। কারণ হয়ত এই যে, এই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে। নিজের জীবন ইসলামের প্রচারে উৎসর্গ করবে এবং পৃথিবীর নানা দেশে প্রথম ইউরোপীয় মোবাল্লেগ হিসাবে তৌহীদের বাণী প্রচার করবে। অতএব এই মহৎ কাজের জন্য তাঁকে বেঁচে থাকতেই হবে।

বশীর আহমদ অর্চার্ড

খৃষ্ট ধর্ম তাঁকে কোন সময়েই প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি মদ পান করতেন সিগারেট এবং জুয়া খেলা তাঁর খুব প্রিয় ছিল। ধর্মের পথে তিনি কখনও কোন অর্থ ব্যয় করতেন না। এক কথায় তিনি ছিলেন একজন ধর্মশূন্য মানুষ।

বশীর সাহেব যখন ইম্ফলে তখন আবদুর রহমান দেহলবী নামে একজন হাওয়ালদার ক্লার্ক তাঁকে ইসলামের পয়গাম পৌঁছান। আবদুর রহমান সাহেব একজন আহমদী মুসলমান ছিলেন। আর প্রতিটি আহমদীর কাজই হল সুযোগ পেলেই ইসলাম প্রচার করা। এই আবদুর রহমান বর্তমানে ছেলেদের কাছে কানাডায় অবস্থান করছেন। কাদিয়ান থেকে ডাক যোগে মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর ইসলামী উসুল কি ফিলসফি আনিয়ে অর্চার্ড সাহেবকে পড়তে দেওয়া হয়, তৎসংগে তাকে কাদিয়ান দর্শনের দাওয়াত প্রদান করা হয়।

একবার তাঁর দুই সপ্তাহের জন্য ছুটি হয়। তিনি ইম্ফল চৌকি থেকে জঙ্গলের মধ্য ৮০ মাইল পথ অতিক্রম করে মনিপুর রেল ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে উঠেন এবং এক সপ্তাহ সফর শেষে কাদিয়ান দারুল আমান পৌঁছেন। কাদিয়ান ষ্টেশন থেকে টাঙ্গা বা ঘোড়ার গাড়ীতে করে ডঃ মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের (রাঃ) ঘরে গিয়ে উঠেন। মুফতী সাহেব মসীহে মাওউদের (আঃ) সাহাবী এবং আমেরিকার প্রথম মোবাল্লেগ। আর্চার্ড সাহেব দুই দিন কাদিয়ান ছিলেন। এর মধ্যে কাদিয়ান শহর দর্শন এবং খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাঃ) সংগে তিনি সাক্ষাৎ করেন। কাদিয়ানের আহমদীদের চাল চলন, আচার ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাঃ) ব্যক্তিত্ব এবং আকর্ষণীয় চেহারা তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৯৪৪ সালে ব্রহ্মদেশের মিকতেলা নামক স্থানে থাকা কালে তিনি বয়াত ফরম পূরণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য হন। ঐ সময় তাঁর বাহিনী জাপানীদেরকে পরাজিত করে সম্মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। এর পর শুরু হল তাঁর নব জীবনের অগ্রযাত্রা। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর জীবন সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে যায়। তিনি নিয়মিত নামায পড়তে শুরু করেন, চাঁদা এবং যাকাত আদায় করেন। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি তাঁর জীবনকে গড়ে একজন আদর্শ মুসলিম রূপে তার জাতির সম্মুখে পেশ করেন।

১৯৫৪ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পর জনাব অর্চার্ড সাহেব সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে লণ্ডন মসজিদে চলে আসেন। লণ্ডনে তখন মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেব মিশনারী ইনচার্জ। তিনি মৌলানা সাহেবের মাধ্যমে খলীফাতুল মসীহ সানীর (রাঃ) কাছে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

তিনি একজন ওসীয়াতকারী। মুসী হিসাবে তিনি তিনের এক ভাগ চাঁদা দিয়ে থাকেন।

বশীর আহমদ অর্চার্ড সাহেব একজন আদর্শ মুসলিম, একজন আদর্শ আহমদী, একজন আদর্শ পুরুষ। নামায, রোযা, যাকাত আদায়সহ ইসলামী বিধানগুলি তিনি নিষ্ঠার সংগে পালন করে থাকেন। লেখনি এবং বাক্য দ্বারা তিনি নিষ্ঠার সংগে দিনরাত ইসলাম প্রচার করে থাকেন। ৪৮ বৎসর যাবত তিনি আধ্যাত্মিকতায় ক্রমাগত উন্নতি করে চলেছেন। তাঁর লিখিত Life suprme পুস্তকটি সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। Muslim Herald এবং The Review of Religions পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন। ইউরোপে আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

১৯৮৫ এবং ১৯৮৯ সালে লণ্ডনে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ এবং আলাপ হয়। নূরানী চেহারায় তাঁর প্রজ্ঞা ও তাকওয়ার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭২ বৎসর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন, আমীন।

(২৬ পাতার পর)

তাই মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এই হাদীসটিকেই সকলের প্রথম পেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর দাবী খণ্ডনে এই হাদীসটি মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবকে কতটুকু সাহায্য করিয়াছে তাহা পাঠক দেখিতে পাইতেছেন।

এই হাদীসটি যয়ীফ, হযরত মসীহ মাওউদ বা ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর কোন কথা এই হাদীসে নাই। "মোহাম্মদ নামের হইবে" এই কথাও এই হাদীসে নাই ; তথাপি এই হাদীসটি পেশ করিয়া অজ্ঞ জনসাধারণকে মৌলানা সাহেবের মনগড়া কথাগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আল্লাহ্র প্রেরিত মহাপুরুষের বিরুদ্ধাচরণের ফলে তাহাদের বুদ্ধি শক্তির এই শোচনীয় পরিণতি আক্ষেপের বিষয় বটে!

লাজনা ইমাইল্লাহ ক্রোড়ার ইজতেমা অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, লাজনা ইমাইল্লাহ ক্রোড়ার প্রথম বার্ষিক ইজতেমা গত ১৩ই জুলাই সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ! উক্ত ইজতেমাতে ১০০ জনের অধিক সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অ-আহমদী বোনেরাও অনেক উপস্থিত ছিলেন। ইজতেমায় ৯টি প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারিত ছিল। সর্বমোট ৩৯টি পুরস্কার প্রতিযোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। পুরস্কার বিতরণ করেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা প্রেসিডেন্ট জনাবা মাসুদা ফারুক।

সর্বশেষে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্তি ঘটে।

সৈয়দা হাসিবা বেগম
জেনারেল সেক্রেটারী

ফেৎনা ফতোয়ার রাজনীতি

"রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে ফতোয়া প্রদান ও প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য ইসলামের যথেচ্ছ ব্যবহার পাকিস্তানী রাজনীতিতে নতুন কিছু নয়। প্রতিষ্ঠার কিছু পর থেকেই সেখানে শঠ সার্থান্ধ কিছু লোক রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করে দেশের সর্বজনমান্য রাজনৈতিক নেতা, কর্মী ও শুধীজনকে কখনো কাফের, কখনো ধর্মদ্রোহী আবার কখনো ভারতীয় দালাল হিসেবে অভিহিত করতে থাকে। গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে একটি দুষ্টচক্র সে দেশটিকে বরাবরই শাসন ও শোষণ করে এসেছে। যখন তাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, কোন রাজনৈতিক নেতা বা দল মানুষের আশা আকাংক্ষাকে ভাড়াটিয়া আলেম পীর মাশায়েখবৃন্দ সেই দল বা দলের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে একইভাবে অপপ্রচার চালিয়েছে। নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন করেই যে শুধু এই দুষ্টচক্র ও তাদের ভাড়াটিয়া আলেমরা ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়। জনসাধারণের ঐক্য ও সমঝোতা বিনষ্টির প্রয়োজনে শিয়া-সুন্নী-কাদিয়ানী বিভেদ উস্কিয়ে দিয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা সৃষ্টি ও অসংখ্য লোকের জীবনহানিতে পর্যন্ত কার্পণ্য করে নি।

পাকিস্তানী সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই-এর পক্ষপুষ্টে পালিত ইসলামী জমহুরী ইত্তেহাদ সরকার যখন তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য গোটা দেশে নিন্দিত হচ্ছে, জোটের অংশীদার রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে একের পর এক জোট ত্যাগে বাধ্য হচ্ছে, তখন বেনজীর ভুট্টোর বিরুদ্ধে নতুন করে ফতোয়া দান অথবা তাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনা নয়। শুধু অবাক লাগে এই ভেবে যে সে দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাদের অতীত কার্য-কলাপ ও তার পরিণতি থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করে নি।

একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে তারা দেশের পূর্বাংশ হারিয়েছে। সারা দুনিয়ায় এই দেশটি সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ছাড়া খুব কম কিছুই অবশিষ্ট রয়েছে। নিজ দেশবাসীর বিরুদ্ধে একাধিক গণহত্যা পরিচালনার অভিযোগ রয়েছে পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে। একটি বিশ্বাসযোগ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্ তারা আজ পর্যন্ত দাঁড় করাতে পারেনি। মুখে ইসলামের কথা বললেও এই দেশটির মতো অনৈসলামিক কার্যকলাপ অন্য কোন দেশে খুব কমই দেখা যায়। গণতন্ত্রহীনতা, সন্ত্রাস, হত্যা, গুম, খুন, মাদকদ্রব্যের পাচার, সেনাশাসন, তীব্র শোষণ, আঞ্চলিক বৈষম্য, মানুষে

(অবশিষ্টাংশ ৩০ পাতায় দেখুন)

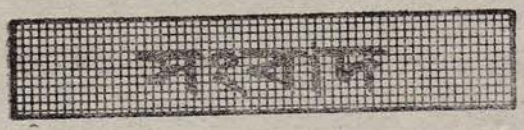

সংবাদ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর অষ্টাদশ বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস সুসম্পন্ন

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযল ও করমে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ১০ দিন ব্যাপী অষ্টাদশ বার্ষিক তালীম তরবীয়তি ক্লাস ৭ই আগষ্ট থেকে ১৬ই আগষ্ট '৯২ পর্যন্ত ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অত্যন্ত সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদু লিল্লাহ। উক্ত ক্লাসে ঢাকাসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ২৯টি মজলিস থেকে সর্ব মোট ১২৩ জন সদস্য যোগদান করেন। তন্মধ্যে ৬৫ জন খাদেম ও ২৮জন ত্রিফল নিয়মিত ছাত্র হিসেবে সফলতার সংগে কোর্স সমাপ্ত করেন এবং ৩০ জন অনিয়মিতভাবে ক্লাসে অংশ নেন।

৭ই আগষ্ট '৯২ বাদ জুমু'আ মোহতরম মোহাম্মদ আবদুল হাদী, সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অধিবেশনে তেলাওয়াতে কুরআন, দোয়া, অহাদ পাঠ ও আমার জীবনে তরবিয়তী ক্লাস বিষয়ে আলোচনার পর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন মোহতারম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ। জনাব শহীদুল ইসলাম চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি কর্তৃক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর সভাপতি সাহেব মর্মস্পর্শী সময়োপযোগী ভাষণে তালীম তরবীয়তের অভাবে কি কুফল ঘটতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। ক্লাসের দৈনিক কর্মসূচীর মধ্যে বা-জামাত তাহাজুদ নামায, ব্যয়াম ও খেলাধূলা, অর্থসহ নামায শিক্ষা, হাদীস, কুরআন, সিলসিলার কিতাব, উর্দু শিক্ষা, তালীম ও তবলীগি মাসলা মাসায়েল, শিক্ষামূলক গল্পের আসর, সাধারণ জ্ঞানের আসর, সাংগঠনিক কর্ম পদ্ধতি শিক্ষা, প্রশ্নোত্তর আলোচনা, ভিডিও প্রদর্শনী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সম্মানিত শিক্ষকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ক্লাস পরিচালনা করায় ছাত্রদের মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার হয়।

১৬ই আগষ্ট '৯২ইং বিকাল ৪ ঘটিকায় সমাপ্তি অধিবেশনে ও মাতা পিতা দিবসে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারী কুরআন তেলাওয়াত, নযম ও বক্তৃতার পর অভিভাবকদের পক্ষ হতে ভাষণ দেন মাষ্টার জনাব আলী সাহেব। খোদ্দামুল আহমদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় মোহতারম সদর সাহেব অর্জিত জ্ঞান নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে ধর্ম, দেশ ও মানবতার সেবায় গঠনমূলক কাজে অংশ নেয়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। পরনিন্দা, পরচর্চা

নেতিবাচক কার্যকলাপ হতে দূরে থেকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পন্থা অবলম্বনের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অতঃপর মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে জাগতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে তাকওয়ার সাথে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয়তা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সাম্প্রতিকালের পত্র-পত্রিকার আলোকে তুলে ধরেন। বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ আহাদপাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

উল্লেখ্য স্থানীয় মজলিসসমূহের তালীম তরবীয়তি ক্লাসে উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য প্রথমবারের মত এ আয়োজনের সফলতা ভবিষতের পাথেয়। ক্লাসে যোগদানকারী প্রতিটি ছাত্রকে সফলতার সংগে ক্লাস সম্পন্ন করায় সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন
সেক্রেটারী, তালীম তরবীয়তি ক্লাস '৯২

তালীম তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ক্রোড়া মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২৬শে জুন থেকে ৮ দিন ব্যাপী কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে তালীম তরবীয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। এতে গড়ে প্রতি দিন প্রায় ৩৫জন খাদেম ও তিফল উপস্থিত ছিলেন।

তাছাড়া ক্রোড়া মঃ খোঃ আহমদীয়ার ৪র্থ বার্ষিক ইজতেমাও ২ দিন ব্যাপী উদযাপিত হয়। ১৫টি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী খাদেম ও তিফলদের মধ্যে সর্বমোট ৫৯টি পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কেন্দ্র থেকে আগত জনাব এন, এ, শামীম সাহেব পুরস্কার বিতরণ করেন। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সালেহ মুহাম্মদ ভূইয়া ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম, ক্রোড়া

বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী

অত্যন্ত আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ মজলিসের প্রোগ্রাম মোতাবেক আমাদের ঢাকা স্থানীয় মজলিসেও যথারীতি ৩১শে জুলাই হতে তিন দিন ব্যাপী হালকা ওয়ারী বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর সংবাদ দৈনিক ইত্তেফাকেও প্রকাশিত হয়। আমরা এ পর্যন্ত মোট চাড়া ক্রয় করি ২৩৫টি। এর মধ্যে মেহগনি ১০০টি, পেয়ারা ১০০টি, দেবদারু ৩০টি এবং ইউক্লিপটাস ৫টি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন হালকায় মোট ২০৫টি

বৃক্ষ রোপণ করা হয় এবং আরও চাড়া ক্রয় করে উক্ত কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'লা এই কর্মসূচীকে সকল দিক থেকে বরকতমণ্ডিত করুন।

এস, এম,রহমত উল্লাহ
নাযেম ওয়াকারে আমল
মঃ খোঃ আহমদীয়া, ঢাকা

গত ৩১-৭-৯২ ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাতে জামা'তের আতফাল ও কয়েকজন আনসার অংশ গ্রহণ করেন। জামা'তের সকল বন্ধুগণের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাইতেছে যেন ময়মনসিংহ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া জামা'তের অন্যান্য কাজ যেন সঠিকভাবে করার তৌফিক লাভ করে।

৩১শে জুলাই ধানীখোলা জামা'তের কায়েদ ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য, তালীম তরবীয়ত প্রভৃতি ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, মোঃ নজমুল হোসেন, কাজী রাহাত আনাম এবং ময়মনসিংহ ও ধানীখোলা জামা'তের মোয়াল্লেম। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণের পর খাকসার দোয়া পরিচালনা করেন।

হোসেন আহমদ, মোয়াল্লেম

কৃতি ছাত্র-ছাত্রী

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মোঃ আবদুল করীমের ১মা কন্যা মোসাম্মাৎ মাহমুদা খাতুন খোদার ফযলে এবার এস, এস, সি, পরীক্ষায় ইসলাম ধর্ম সহ ৫টি বিষয়ে লেটার ও ষ্টার মার্ক পেয়ে ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তা'লা যেন তাকে আরও উন্নততর শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করার এবং ইসলাম তথা আহমদীয়াতের সেবার মধ্য দিয়ে জিন্দেগী অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন এবং এ পথে সে যেন খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট একান্ত দোয়া প্রার্থী।

ফজলুল করীম মোল্লা
১৫৪ শান্তিনগর, ঢাকা

আল্লাহ্‌ তা'লার অসীম রহমতে এবং আপনাদের সবার দোয়ার বরকতে আমি এবারের এস, এস, সি পরীক্ষায় ৫টি বিষয়ে লেটার মার্কস এবং ষ্টার মার্ক পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি।

আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সবার কাছে দীনি ও পার্থিব উন্নতির জন্য দোয়া প্রার্থী।

নুসরাত আরফিন
পিতা: জনাব মহিউদ্দিন আহমদ
৩৫, নতুন পল্টন, আজিমপুর, ঢাকা

শোক সংবাদ

আমার আম্মা রাবেয়া খাতুন স্বামী নুরুল ইসলাম চক্রবর্তী, কান্দিপাড়া বি, বাড়ীয়া গত ২১শে জুলাই '৯২ রোজ মঙ্গলবার বেলা ১-৩০মিঃ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্না.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৬২ বৎসর। তিনি স্বামী, এক ছেলে, দুই মেয়ে নাতি-নাতনি ও বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আমার আম্মার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

মাকসুদা ফারুক (মিনু)
প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইলাহ, বি, বাড়ীয়া

(৩০ এর পাতার পর)

মানুষে ভেদাভেদ, ফেরকা-ফেৎনার বাড়াবাড়ি, সম্মানিত বুজর্গ ব্যক্তিদের চরিত্র হনন, শাঠ্য-ষড়যন্ত্র ও অসততা। মোটের উপর এমন কোন অনৈসলামিক কাজ নেই যা এই দেশটিতে চার দশকেরও বেশী সময় ধরে চলে আসছে না। যখনই এ সবের অবসানের কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা দেখা দেয় তখনই এক পাল শকুনের মতো ভাড়াটে ধর্ম ব্যবসায়ীরা জনগণের উপর চড়াও হয়। ধর্মের প্রতি, সাধারণ মানুষের প্রতি বা মানবিক কোন অনুভূতির প্রতি এই দুর্বৃত্তদের কোন প্রকার শ্রদ্ধা রয়েছে বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। এদের হিংস্র নখর আমরা একাত্তরে দেখেছি। পাকিস্তানীরা চারদশক ধরেই দেখে আসছে। আমাদের আশা এতদিনের পুরোন কৌশল হয়তো তার ধার কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের অপ্রতিরোধ্য শক্তি পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আরো সংঘবদ্ধ হয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী, মহলের সকল কৌশল পরাস্ত করার নিশ্চিত গৌরব অর্জন করতে পারবে।"

(দৈনিক বাংলার বাণীর ১৬-৮-৯২ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

বিশেষ সংবাদ বুলেটিন

আমরা অতি আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেবকে আগামী ৩ (তিন) বছরের জন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে অনুমোদন দান করেছেন। হুযূর (আইঃ)-এর অফিস থেকে ১৯-৮-৯২ তারিখের ফ্যাক্স মারফত ইহা জানানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা হুযূর (আইঃ)-এর এই অনুমোদনকে যেন সকল দিক থেকে বরকতমণ্ডিত করেন। আর মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ কর্মক্ষম জীবন এবং এ বিরাট দায়িত্ব পালন করার যেন তৌফীক দান করেন সেজন্যে সকল ভাই-বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

আহমদী বার্তা

বিঃ দ্রঃ—অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত দৈনিক বাংলার বাণী থেকে উদ্ধৃত লেখাটি 'সম্পাদকীয়' তাই লেখকের নাম প্রদত্ত হয় নি।

সম্পাদকীয় ঃ

কলেমা তাইয়্যেবাহ্ ও আহমদীয়া জামা'ত

আহমদীয়া জামা'ত মনে প্রাণে কলেমা তাইয়্যেবাহ—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল-এর ওপর বিশ্বাস রাখে আর ব্যক্তি ও সামগ্রিক জীবনে এ কলেমার প্রতিফলন ঘটাতে আমরণ প্রচেষ্টা চালায়। একশ' বছরের অধিক সময় ধরে আমরা ঘোষণা দিয়ে আসছি যে, আমাদের কলেমা ইহা ব্যতিরেকে আর কিছু নয়। আমাদের প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা থেকেও এর বিপরীতে কেউ কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। দেওবন্দী প্রভৃতি ফেরকার মত আহমদী জামা'ত নতুন কলেমা বানাবার ধৃষ্টতাও দেখায় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতদ্‌সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীরা বলে বেড়ান যে, আমরা মনে প্রাণে নাকি কলেমার ওপর ঈমান রাখি না। আমরা হুযুর (সাঃ)-এর রেসালতের ওপরে পূর্ণ একীন রাখি না এবং তাঁকে আমরা খাতামান্নাবীঈন বলে মানি না একথাও তারা প্রচার করে থাকেন। তারা কি করে আমাদের হৃদয়ের খবর জানতে পেরেছেন। হৃদয়ের খবর তো হৃদয়ের মালিক অন্তর্যামী খোদার নিকট রয়েছে। সুতরাং আমরা তাদেরকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহ্‌র দোহাই দিয়ে সতর্ক করছি যে, তারা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে যেন আল্লাহ্‌তা'লা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ক্রোধের পাত্র না হন। হাদীসটি সহী মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ে রয়েছে, যার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

হযরত ওসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন—হযরত রসূল করীম (সাঃ) আমাকে এক অভিযানে প্রেরণ করেন। আমরা ভোরে ভোরে জুহায়নার অন্তর্গত আল হোরাকাত (যুদ্ধের মাঠে) নামক জনপদে পৌঁছলাম। লড়াইয়ে এক ব্যক্তিকে আমি ধরে ফেল্লাম। যখন আমি তাকে বল্লম মারতে যাচ্ছিলাম তখন সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লো। এতদ্‌সত্ত্বেও আমি তাকে মেরে ফেল্লাম। এতে আমার প্রাণে একটু খটকা থেকেই গেল আর আমি এ বিষয়টি সম্বন্ধে রসূলে মকবুল (সাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলাম। তিনি (সাঃ) খুবই আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, বলা সত্ত্বেও তুমি তাকে হত্যা করে ফেল্লে"? আমি বল্লাম, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)! সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কেবল আমার ভয়ে পাঠ করেছিল। তিনি বল্লেন, "তুমি কি তার হৃদয় চিড়ে দেখেছিলে? তা নাহলে তুমি কিভাবে জেনে গেলে যে, সে, অন্তর থেকে বলেছিল কি বলে নি। হযরত ওসামা (রাঃ) বল্লেন, হুযুর (সাঃ) এ কথা এত বার পুনরাবৃত্তি করলেন যে, আমার মনে হল, হায়! যদি এর আগে আমি মুসলমান না হতাম তবেই ভাল ছিল।

15th August, 1992

আহ্‌মদী

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্‌ওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury